শিশু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ৸৹ বারো আনা

সূচীপত্র

জন্মকথা	...	...	১
খেলা	...	...	৩
খোকা	...	...	৬
ঘুমচোরা	...	...	৯
অপযশ	...	...	১১
বিচার	...	...	১৩
চাতুরী	...	...	১৪
নির্লিপ্ত	...	...	১৬
কেন মধুর	...	...	১৮
খোকার রাজ্য	...	...	১৯
ভিতরে ও বাহিরে	...	...	২১
প্রশ্ন	...	...	২৫
সমব্যথী	...	...	২৬
বিচিত্র সাধ	...	...	২৮
মাষ্টার বাবু	...	...	২৯
বিজ্ঞ	...	...	৩১
ব্যাকুল	...	...	৩৩
ছোটবড়	...	...	৩৫
সমালোচক	...	...	৩৭

বীরপুরুষ	...	...	৪১
রাজার বাড়ি	...	...	৪৪
মাঝি	...	...	৪৬
নৌকাযাত্রা	...	...	৪৯
ছুটির দিনে	...	...	৫০
বনবাস	...	...	৫৪
জ্যোতিষ-শাস্ত্র	...	...	৫৯
বৈজ্ঞানিক	...	...	৬১
মাতৃবৎসল	...	...	৬৩
লুকোচুরি	...	...	৬৫
দুঃখহারী	...	...	৬৭
বিদায়	...	...	৬৮
নদী	...	...	৭০
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর	...	...	৮৪
সাত ভাই চম্পা	...	...	৮৮
বিম্ববতী	...	...	৯৩
নবীন অতিথি	...	...	৯৭
অস্তসখী	...	...	৯৭
হাসিরাশি	...	...	১০০
পরিচয়	...	...	১০৩
বিচ্ছেদ	...	...	১০৭
উপহার	...	...	১০৯
পাখীর পালক	...	...	১১২
অভিমানিনী	...	...	১১৪
পূজার সাজ	...	...	১১৫

সুখদুঃখ ১১৯

মালঞ্চী ১২০

স্নেহময়ী ১২২

ঘুম ১২৪

সাধ ১২৫

কাগজের নৌকা ১২৭

সূর্য্য ও ফুল (অনুবাদ) ১৩০

শীত ১৩১

শীতের বিদায় ১৩৪

ফুলের ইতিহাস ১৩৬

শিশুর মৃত্যু (অনুবাদ) ১৩৭

আকুল আহ্বান ১৩৮

বিসর্জ্জন ১৪০

পুরোনো বট ১৪১

স্নেহস্মৃতি ১৪৭

মঙ্গল-গীত ১৪৯

আশীর্ব্বাদ ১৫৯

শিশু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ৸৹ বারো আনা

সূচীপত্র

জন্মকথা	...	...	১
খেলা	...	...	৩
খোকা	...	...	৬
ঘুমচোরা	...	...	৯
অপযশ	...	...	১১
বিচার	...	...	১৩
চাতুরী	...	...	১৪
নির্লিপ্ত	...	...	১৬
কেন মধুর	...	...	১৮
খোকার রাজ্য	...	...	১৯
ভিতরে ও বাহিরে	...	...	২১
প্রশ্ন	...	...	২৫
সমব্যথী	...	...	২৬
বিচিত্র সাধ	...	...	২৮
মাষ্টার বাবু	...	...	২৯
বিজ্ঞ	...	...	৩১
ব্যাকুল	...	...	৩৩
ছোটবড়	...	...	৩৫
সমালোচক	...	...	৩৯

বীরপুরুষ	...	...	৪১
রাজার বাড়ি	...	...	৪৪
মাঝি	...	...	৪৬
নৌকাযাত্রা	...	...	৪৯
ছুটির দিনে	...	...	৫০
বনবাস	...	...	৫৪
জ্যোতিষ-শাস্ত্র	...	...	৫৯
বৈজ্ঞানিক	...	...	৬১
মাতৃবৎসল	...	...	৬৩
লুকোচুরি	...	...	৬৫
দুঃখহারী	...	...	৬৭
বিদায়	...	...	৬৮
নদী	...	...	৭০
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর	...	...	৮৪
সাত ভাই চম্পা	...	...	৮৮
বিম্ববতী	...	...	৯৩
নবীন অতিথি	...	...	৯৭
অন্তসখী	...	...	৯৭
হাসিরাশি	...	...	১০০
পরিচয়	...	...	১০৩
বিচ্ছেদ	...	...	১০৭
উপহার	...	...	১০৯
পাখীর পালক	...	...	১১২
অভিমানিনী	...	...	১১৪
পূজার সাজ	...	...	১১৫

সুখদুঃখ	...	...	১১৯
মালক্ষী	...	...	১২০
স্নেহময়ী	...	...	১২২
ঘুম	...	...	১২৪
সাধ	...	...	১২৫
কাগজের নৌকা	...	...	১২৭
সূর্য্য ও ফুল (অনুবাদ)	...	...	১৩০
শীত	...	...	১৩১
শীতের বিদায়	...	...	১৩৪
ফুলের ইতিহাস	...	...	১৩৬
শিশুর মৃত্যু (অনুবাদ)	...	...	১৩৭
আকুল আহ্বান	...	...	১৩৮
বিসর্জ্জন	...	...	১৪০
পুরোনো বট	...	...	১৪১
স্নেহস্মৃতি	...	...	১৪৭
মঙ্গল-গীত	...	...	১৪৯
আশীর্ব্বাদ	...	...	১৫৯

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারাবেলা।
উঠিছে তটে কি কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল পরি
ভাসায় তা'রা খেলার তরী,
আপন হাতে হেলায় গড়ি'
পাতায়-গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

জানে না তা'রা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে;

ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি' ঢেলা।
রতনধন খোঁজে না তা'রা,
জানে না জাল ফেলা!

ফেনিয়ে উঠে' সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাঁথা তরল তানে
দোলনা ধরি' যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা!

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে;
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।

শিশু

—৹※৹—

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তা'র বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালবাসায়,
আমার মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে—
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের পরে
কতকাল যে লুকিয়েছিলি কে জানে!

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,—
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি'।

নির্ণিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনেরে,
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে ?
ওই দেহে এই দেহ চুমি'
মায়ের খোকা হ'য়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে' দাঁড়ালে।
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখ্‌ব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে!"

খেলা

তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙীন আঙিয়া!

বিহান বেলা আঙিনা তলে
এসেছ তুমি কি খেলাছলে,
চরণ দু'টি চলিতে ছুটি'
পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি ?
দুয়ার পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি!

তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনী।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি!

ভিখারী ওরে, অমন করে'
সরম ভুলিয়া
মাগিস্ কিবা মায়ের গ্রীবা
আঁকড়ি ঝুলিয়া ?

ওরে রে লোভী, ভুবনখানি
গগন হ'তে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দু'টি ললিত মুঠি
দিব কি তুলিয়া ?
কি চাস্ ওরে অমন করে'
সরম ভুলিয়া ?

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি'
তোমার সাজনা।

ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মার্জনা।
নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।

ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী,
গায়ের-পরে কোমল-করে-
পরশ-বুলানী।

মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি',
ভুবনমাঝে নিয়ত রাজে
ভুবন-ভুলানী।
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী।

—

খোকা

খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল তাপ-নাশা—
জান কি কেউ কোথা হ'তে যে
করে সে যাওয়া-আসা?

শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল-কুঁড়ি
তাহারি মাঝে বাসা;—
সেখান হ'তে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা।

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে—
কোন্ দেশে যে জনম তা'র
কে কবে তাহা মোরে ?

শুনেছি কোন্ শরৎ-মেঘে
শিশু-শশীর কিরণ লেগে
সে হাসিরুচি জনমি ছিল
শিশির-শুচি ভোরে,—
খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে !

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা—
জান কি সে যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা ?

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরাণ ছেয়ে
মাধুরীরূপে মূরছি ছিল
কহেনি কোনো কথা,—
খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা ।

আশিষ আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জান কি কেহ কোথা হ'তে সে
বরষে তা'র শিরে ?

ফাগুনে নব মলয়-শ্বাসে
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—
আশিষ আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে।

এই যে খোকা তরুণ-তনু
নতুন মেলে আঁখি—
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা' কি ?

হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা,
তপন শশী তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি'—
এই যে খোকা তরুণ-তনু
নতুন মেলে আঁখি।

ঘুমচোরা

কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া ?

মা তখন জল নিতে ও পাড়ার দীঘিটিতে

গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া।—

তখন রোদের বেলা সবাই ছেড়েছে খেলা,

ওপারে নীরব চখা-চখীরা,

শালিখ থেমেছে ঝোপে, শুধু পায়রার খোপে

বকাবকি করে সখা-সখীরা।

তখন রাখালছেলে পাঁচনী ধূলায় ফেলে

ঘুমিয়ে পড়েছে বটতলাতে ;

বাঁশ-বাগানের ছায়ে একমনে এক পায়ে

খাড়া হ'য়ে আছে বক জলাতে।

সেই ফাঁকে ঘুমচোর ঘরেতে পশিয়া মোর

ঘুম নিয়ে উড়ে গেল গগনে,

মা এসে অবাক রয়, দেখে খোকা ঘরময়

হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সঘনে।

আমার খোকার ঘুম নিল কে ?

যেথা পাই সেই চোরে বাঁধিয়া আনিব ধরে'

সে লোক লুকাবে কোথা ত্রিলোকে !

যাব সে গুহার ছায়ে কালো পাথরের গায়ে
কুলু কুলু বহে যেথা ঝরণা।
যাব সে বকুল বনে নিরিবিলি যে বিজনে
ঘুঘুরা করিছে ঘর-করণা।
যেখানে সে বুড়া বট নামায়ে দিয়েছে জট,
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে-দুপুরে,
যেখানে বনের কাছে বনদেবতারা নাচে
চাঁদিনীতে রুনুঝুনু নূপুরে,
যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবনমাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি,
শুধাব মিনতি করে' আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের আছে জানাশোনা কি?

কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে?
কোনোমতে দেখা তা'র পাই যদি একবার
লই তবে সাধ মোর পূরায়ে!
দেখি তা'র বাসা খুঁজি কোথা ঘুম করে পুঁজি
চোরাধন রাখে কোন্ আড়ালে!
সব লুঠি ল'ব তা'র, ভাবিতে হবে না আর
খোকার চোখের ঘুম হারালে।

ডানা দুটি বেঁধে তা'রে নিয়ে যাব নদীপারে
সেখানে সে বসে' এক কোণেতে
জলে শর-কাঠি ফেলে মিছে মাছধরা খেলে'
দিন কাটাইবে কাশ-বনেতে।
যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা
ছেলেরা মায়ের কোল ভরিবে,
সারারাত টিটি পাখী টিট্‌কারী দিবে ডাকি'
"ঘুমচোরা কার ঘুম হরিবে!"

অপযশ

বাছারে, তোর চক্ষে কেন জল?
কে তোরে যে কি বলেছে
আমায় খুলে বল্!
লিখ্‌তে গিয়ে হাতে-মুখে
মেখেছ সব কালী,
নোংরা বলে' তাই দিয়েছে গালি!
ছিছি উচিত এ কি?
পূর্ণশশী মাখে মসী—
নোংরা বলুক্ দেখি!

বাছারে, তোর সবাই ধরে দোষ !
আমি দেখি সকল-তা'তে
এদের অসন্তোষ !
খেল্‌তে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে,
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে ?
ছি ছি কেমন ধারা !
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে
সে কি লক্ষ্মীছাড়া ?

কান দিয়ো না তোমায় কে কি বলে।
তোমার নামে অপবাদ যে
ক্রমেই বেড়ে চলে।
মিষ্টি তুমি ভালবাস
তাই কি ঘরে পরে
লোভী বলে' তোমার নিন্দে করে ?
ছি ছি হবে কি !
তোমায় যারা ভালবাসে
তা'রা তবে কি ?

বিচার

আমার খোকার কত যে দোষ
সে-সব আমি জানি,
লোকের কাছে মানি বা নাই মানি।
দুষ্টামি তা'র পারি কিম্বা
নারি থামাতে,
ভালোমন্দ বোঝাপড়া
তা'তে আমাতে।
বাহির হ'তে তুমি তা'রে
যেমনি কর দুষী,
যত তোমার খুসি,
সে বিচারে আমার কি বা হয়?
খোকা বলেই ভালবাসি
ভালো বলেই নয়!

খোকা আমার কতখানি
সে কি তোমরা বোঝ?
তোমরা শুধু দোষ গুণ তা'র খোঁজ!
আমি তা'রে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তা'রে কাঁদাই যেগো
আপনি কেঁদে!

বিচার করি শাসন করি
করি তা'রে দুখী !
আমার যাহা খুসি !
তোমার শাসন আমরা মানিনে গো !
শাসন করা তা'রেই সাজে
সোহাগ করে যেগো !

চাতুরী

আমার খোকা করেগো যদি মনে
এখনি উড়ে পারে সে যেতে
পারিজাতের বনে !
যায় না সে কি সাধে ?
মায়ের বুকে মাথাটি থুয়ে
সে ভালবাসে থাকিতে শুয়ে,
মায়ের মুখ না দেখে যদি
পরাণ তা'র কাঁদে !

আমার খোকা সকল কথা জানে !
কিন্তু তা'র এমন ভাষা,
কে বুঝে তা'র মানে ?
মৌন থাকে সাধে !

মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তা'র কি আকুলতা!
তাকায় তাই বোবার মত
মায়ের মুখচাঁদে!

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের পরে
ভিখারীটির মত।
এমন দশা সাধে?
দীনের মত করিয়া ভাণ
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ,
তাই সে এল বসনহীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে।

খোকা যে ছিল বাঁধন-বাধাহারা
যেখানে জাগে নূতন চাঁদ
ঘুমায় শুকতারা।
ধরা সে দিল সাধে?
অমিয়মাখা কোমল বুকে
হারাতে চাহে অসীম সুখ,
মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা
মায়ের মায়া-ফাঁদে।

আমার খোকা কাঁদিতে জানিত না ;
হাসির দেশে করিত শুধু
সুখের আলোচনা।
কাঁদিতে চাহে সাধে ?
মধুমুখের হাসিটি দিয়া
টানে সে বটে মায়ের হিয়া
কান্না দিয়ে ব্যথার ফাঁসে
দ্বিগুণ বলে বাঁধে।

নির্লিপ্ত

বাছারে মোর বাছা !
ধূলির পরে হরষ ভরে
লইয়া তৃণগাছা
আপন মনে খেলিছে কোণে,
কাটিছে সারা বেলা !
হাসি গো দেখে' এ ধূলি মেখে
এ তৃণ ল'য়ে খেলা !

আমি যে কাজে রত,
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
হিসাব করি কত ;

আঁকের সারি হতেছে ভারি
কাটিয়া যায় বেলা,—
সে ভাবে দেখি' মিথ্যা একি
সময় নিয়ে খেলা !

বাছারে মোর বাছা !
খেলিতে ধূলি গিয়েছি ভুলি
লইয়ে তৃণগাছা !
কোথায় গেলে খেলেনা মেলে
ভাবিয়া কাটে বেলা,
বেড়াই খুঁজি করিতে পুঁজি
সোনারূপার ঢেলা !

যা পাও চারিদিকে
তাহাই ধরি তুলিছ গড়ি
মনের আশাটিকে !
না পাই যারে চাহিয়া তাঁরে
আমার কাটে বেলা,
আশাতীতেরি আশায় ফিরি'
ভাসাই মোর ভেলা !

কেন মধুর

রঙীন্ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে, বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং উঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে !

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয় মাঝে বুঝিরে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কি কারণে,
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে,
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে !

যখন নবনী দিই লোলুপ করে
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারি কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে।

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি, তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি'—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি !

খোকার রাজ্য

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—

তবে আমি একবার
জগতের পানে তা'র
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।
তা'র রবি শশী তারা
জানিনে কেমন ধারা
সভা করে আকাশের তলে,
আমার খোকার সাথে
গোপনে দিবসে রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে!
শুনেছি আকাশ তা'রে
নামিয়া মাঠের পারে
লোভায় রঙীন ধনু হাতে,
আসি শালবন পরে
মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তা'র সাথে।
যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে,
আশার অতীত যারা সবে,

খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে !

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁসে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে—

সকল উদ্দেশহারা
সকল ভূগোলছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে ;—
যেথা আসে রাত্রিদিন
সর্ব্ব ইতিহাসহীন
রাজার রাজত্ব হ'তে হাওয়া,
তারি যদি একধারে
পাই আমি বসিবারে
দেখি কারা করে আসা-যাওয়া !
তাহারা অদ্ভুত লোক
নাই কারো দুঃখ শোক
নেই তা'রা কোনো কর্ম্মে কাজে।
চিন্তাহীন মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্পলোক-মাঝে।

সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ রাক্ষস পশু পাখী,
যাহা খুসি তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ডরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি ।

ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে,—
তাই সে শোনে কত যে গান
কতই সুরে !
নানান্ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-
ঘরের চাতাল ।
তিনি হাসেন, যখন তরু-
লতার দলে
খোকার কাছে পাতা নেড়ে
প্রলাপ বলে ।

সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
এক-বয়সী !

সত্য বুড়ো নানা রঙের
মুখোস্ পরে’
শিশুর সনে শিশুর মত
গল্প করে।

চরাচরের সকল কর্ম্ম
করে’ হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে
করতে খেলা।

খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই,—
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
বিপত্তি নাই।

বোবাদেরও কথা বলান
খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন
চেতন প্রাণে।

খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হ'য়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।

খোকা তারি মাঝখানেতে
বেড়ায় ঘুরে,
খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে।

আমরা থাকি জগৎপিতার
বিদ্যালয়ে,—
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা
দেয়াল ল'য়ে।

জ্যোতিষশাস্ত্রমতে চলে
সূর্য্য শশী,
নিয়ম থাকে বাগিয়ে ল'য়ে
রসারসি।

এম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
বৃক্ষ লতা,
যেন তা'রা বোঝেই নাকো
কোনোই কথা!

চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এম্‌নি ভাগে
যেন তা'রা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে !

মেঘেরা চায় এম্‌নিতর
অবোধ ভাবে,
যেন তা'রা জানেইনাকো
কোথায় যাবে !

ভাঙা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে
সকাল বেলা,
যেন তা'রা কেবল শুধু
মাটির ঢেলা !

দীঘি থাকে নীরব হ'য়ে
দিবারাত্র—
নাগকন্তের কথা যেন
গল্পমাত্র !

সুখ দুঃখ এমনি বুকে
চেপে রহে—
যেন তা'রা কিছুমাত্র
গল্প নহে !

যেমন আছে তেমনি থাকে
যে যাহা তাই—
আর যে কিছু হবে, এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরুমশায় থাকেন
কঠিন হ'য়ে,
আমরা থাকি জগৎপিতার
বিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন

মাগো আমায় ছুটি দিতে বল্
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা!
এখন আমি তোমার ঘরে বসে'
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বল্‌ছ দুপুর এখন সবে
না হয় যেন সত্যি হ'ল তাই,
একদিনো কি দুপুরবেলা হ'লে
বিকেল হ'ল মনে কর্‌তে নাই?

আমি ত বেশ ভাব্‌তে পারি মনে
সূয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্‌দিবুড়ি চুব্‌ড়ি ভরে' নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুরধারে এসে।
আঁধার হ'ল মাদার গাছের তলা,
কালী হ'য়ে এল দীঘির জল,
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
মাঠের থেকে এল চাষীর দল।
মনে কর্‌ না উঠ্‌ল সাঁঝের তারা,
মনে কর্‌ না সন্ধ্যে হ'ল যেন!
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুরবেলা রাত হবে না কেন?

সমব্যথী

যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা—
তবে, পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি কর্‌তে আমায় মানা?

সত্যি করে' বল্
আমায় করিস্ নে মা ছল,
বল্‌তে আমায় "দূর দূর দূর!
কোথা থেকে এল এই কুকুর?"
যা' মা তবে যা' মা
আমায় কোলের থেকে নামা!
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে!

যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে,
তবে পাছে যাই মা উড়ে
আমায় রাখ্‌তে শিকল দিয়ে?
সত্যি করে' বল্
আমায় করিস্ নে মা ছল—
বল্‌তে আমায় হতভাগা পাখী
শিকল কেটে দিতে চায়রে ফাঁকি!
তবে নামিয়ে দে মা
আমায় ভালবাসিস্ নে মা!
আমি র'ব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে'!

বিচিত্র সাধ

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
　　আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখ্‌তে পাই
　　ফেরি-ওলা যাচ্চে ফেরি নিয়ে।
"চুড়ি চা—ই চুড়ি চাই" সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তা'র থাকে,
যায় সে চলে' যে পথে তা'র খুসি,
　　যখন খুসি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে
　　নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে শেলেট্‌ ফেলে দিয়ে
　　অম্‌নি করে' বেড়াই নিয়ে ফেরি!

আমি যখন হাতে মেখে কালী
　　ঘরে ফিরি—সাড়ে দশটা বাজে;
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালী
　　বাবুদের ঐ ফুলবাগানের মাঝে!
কেউ ত তা'রে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে!
গায়ে মাথায় লাগ্‌ছে কত ধুলো

মা তা'রে ত পরায় না সাফ্ জামা
ধুয়ে দিতে চায় না ধূলোবালি,
ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ঐ ফুলবাগানের মালী!
একটু বেশি রাত না হ'তে হ'তে
মা আমারে ঘুমপাড়াতে চায়।
জান্‌লা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি পরে' পাহার-ওলা যায়।
আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লণ্ঠানটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায়।
রাত হ'য়ে যায় দশটা এগারোটা
কেউ ত কিছু বলে না তা'র লাগি!
ইচ্ছে করে পাহার-ওলা হ'য়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি!

মাষ্টার বাবু

আমি আজ কানাই মাষ্টার
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।

আমি ওকে মারিনে মা বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি !
রোজ রোজ দেরি করে' আসে,
পড়াতে দেয় না ও ত মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি শোন্ শোন্ !
দিন রাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
আমি বলি চ ছ জ ঝ ঞ
ও কেবল বলে মিয়োঁ মিয়োঁ।

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
আমি ওরে বোঝাই মা কত—
চুরি করে' খাস্‌নে কখনো
ভালো হ'স্ গোপালের মত !
যত বলি সব হয় মিছে
কথা যদি একটিও শোনে।
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
কিছুই থাকে না আর মনে !
চড়াই পাখীর দেখা পেলে
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে !
যদি বলি চ ছ জ ঝ ঞ
দুষ্টুমি করে' বলে মিয়োঁ !

আমি ওরে বলি বার বার
 পড়ার সময় তুমি পোড়ো—
তা'র পরে ছুটি হ'য়ে গেলে
 খেলার সময় খেলা কোরো !
ভালো মানুষের মত থাকে,
 আড়ে আড়ে চায় মুখপানে,
এমনি সে ভাণ করে, যেন
 যা বলি বুঝেছে তা'র মানে !
 একটু সুযোগ বোঝে যেই
 কোথা যায় আর দেখা নেই !
 আমি বলি চ ছ জ ঝ ঞ
 ও কেবল বলে মিয়োঁ মিয়োঁ !

বিজ্ঞ

খুকী তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা
 খুকী তোমার ভারি ছেলে মানুষ !
ও ভেবেছে তারা উঠ্‌ছে বুঝি
 আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুষ !

আমি যখন খাওয়া খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো করে' মুখে দেয় মা পূরি!

সাম্‌নেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি খুকী পড়া করো,
দুহাত দিয়ে পাতা ছিঁড়্‌তে বসে,
তোমার খুকীর পড়া কেমনতর?

আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আস্তে আস্তে আসি গুড়িগুড়ি,
তোমার খুকী অমনি কেঁদে উঠে,
ও ভাবে বা এল জুজুবুড়ি!

আমি যদি রাগ করে' কখনো—
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি—
তোমার খুকী খিল্‌খিলিয়ে হাসে
খেলা কর্‌চি মনে করে ও কি?

সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে
তবু যদি বলি—"আস্‌চে বাবা"—
তাড়াতাড়ি চারদিকেতে চায়,—
তোমার খুকী এম্‌নি বোকা হাবা!

ধোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা,
আমি বলি "আমি গুরুমশাই"
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে "দাদা" !
তোমার খুকী চাঁদ ধরতে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা গাণুশ !
তোমার খুকী কিচ্ছু বোঝে না মা
তোমার খুকী ভারি ছেলেমানুষ !

ব্যাকুল

অমন করে' আছিস্ কেন মাগো ?
খোকারে তোর কোলে নিবি না গো ?
পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে
কি যে ভাবিস্ আপন মনে,
এখনো তোর হয়নি ত চুল-বাঁধা !
বৃষ্টিতে যায় মাথা ভিজে
জান্‌লা খুলে দেখিস্ কি যে !
কাপড়ে যে লাগ্‌বে ধূলোকাদা !

ঐ ত গেল চারটে বেজে
ছুটি হ'ল ইস্কুলে যে
দাদা আস্‌বে মনে নেইক সিটি !
বেলা অম্‌নি গেল ব'য়ে
কেন আছিস্‌ অমন হ'য়ে
আজকে বুঝি পাস্‌নি বাবার চিঠি ?

পেয়াদাটা ঝুলির থেকে
সবার চিঠি গেল রেখে
বাবার চিঠি রোজ কেন সে দ্যায় না ?
পড়বে বলে' আপনি রাখে
যায় সে চলে' ঝুলি-কাঁখে,
পেয়াদাটা ভারি দুষ্টু স্যায়না !

মাগো মা তুই আমার কথা শোন্‌ !
ভাবিস্‌ নে মা অমন সারাক্ষণ !
কাল্‌কে যখন হাটের বারে
বাজার কর্‌তে যাবে পারে
কাগজ কলম আন্‌তে বলিস্‌ ঝি-কে !
দেখো ভুল কর্ব্বোনা কোনো—
ক খ থেকে মূর্দ্ধণ্য ণ
বাবার চিঠি আমিই দেবো লিখে !

কেন মা তুই হাসিস্ কেন ?
বাবার মত আমি যেন
অমন ভালো লিখ্‌তে পারিনেকো !
লাইন কেটে মোটা মোটা
বড় বড় গোটা গোটা
লিখ্‌বো যখন তখন তুমি দেখো !
চিঠি লেখা হ'লে পরে
বাবার মত বুদ্ধি করে'
ভাব্‌চ দেবো ঝুলির মধ্যে ফেলে ?
কখ্‌খন না, আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে,
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে !

ছোটবড়

এখনো ত বড় হইনি আমি,
ছোট আছি ছেলে মানুষ বলে' !
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড় হ'য়ে বাবার মত হ'লে !

দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখীর ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তা'রে এম্‌নি বকে' দেব' !
বল্‌ব "তুমি চুপটি করে' পড় !"
বল্‌ব "তুমি ভারি দুষ্ট ছেলে !"
যখন হব বাবার মত বড় ।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষ্‌ব পাখীর ছানা ।

সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
নাবার জন্যে করব না ত তাড়া ।
ছাতা একটা ঘাড়ে করে' নিয়ে
চটি-পায়ে বেড়িয়ে আস্‌ব পাড়া
গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বল্‌ব ঘরে ;—
তিনি যদি বলেন "শেলেট কোথা !
দেরি হচ্চে, বসে' পড়া কর !"
আমি বল্‌ব "খোকা ত আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মত বড় !"
গুরুমশায় শুনে তখন ক'বে—
"বাবুমশায়, আসি এখন তবে !"

খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আস্‌বে বিকেল বেলা,
আমি তা'কে ধমক দিয়ে কব,
"কাজ করচি গোল কোরো না মেলা!"
রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়,
একলা যাব করব না ত ভয়!
মামা যদি বলেন ছুটে এসে—
"হারিয়ে যাবে আমার কোলে চড়"—
বল্‌ব আমি "দেখ্‌চ না কি মামা
হয়েছি যে বাবার মত বড়!"
দেখে দেখে মামা বল্‌বে "তাই ত,
খোকা আমার সে খোকা আর নাই ত!"

আমি যেদিন প্রথম বড় হব
মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে
আস্‌বে যখন খিড়কি দুয়োর দিয়ে
ভাব্‌বে "কেন গোল শুনিনে ঘরে?"
তখন আমি চাবি খুল্‌তে শিখে
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝি-কে,
মা দেখে তাই বল্‌বে তাড়াতাড়ি
"খোকা তোমার খেলা কেমনতর?"

আমি বল্‌ব "মাইনে দিচ্চি আমি,
হয়েছি যে বাবার মত বড় !
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা এনে দেব' আবার !"

আশ্বিনেতে পূজোর ছুটি হবে
মেলা বস্‌বে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকো কতদূরের থেকে
লাগ্‌বে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।
বাবা মনে ভাব্‌বে সোজাসুজি
খোকা তেম্‌নি খোকাই আছে বুঝি,
ছোট ছোট রঙীন জামা জুতো
কিনে এনে বল্‌বে আমায় "পর" !
আমি বল্‌ব "দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মত বড় !
দেখ্‌চ না কি যে-ছোট মাপ জামার—
পর্‌তে গেলে আঁট হবে যে আমার !"

সমালোচক

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে !
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কি যে !
সেদিন পড়ে' শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি বল্ মা সত্যি করে' !
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কি হবে ?

তোর মুখে মা যেমন কথা শুনি
তেমন কেন লেখেননাকো উনি ?
ঠাকুরমা কি বাবাকে কখ্খনো
রাজার কথা শোনায়নিকো কোনো ?
সে-সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি ?

স্নান করতে বেলা হ'ল দেখে
তুমি কেবল যাও মা ডেকে ডেকে,—
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাক,
সে-কথা তাঁর মনেই থাকেনাকো !
করেন সারাবেলা
লেখা-লেখা খেলা।

বাবার ঘরে আমি খেল্‌তে গেলে
তুমি আমায় বল দুষ্টু ছেলে !
বকো আমায় গোল করলে পরে—
“দেখ্‌চিস্‌ নে লিখ্‌চে বাবা ঘরে।”
বল্‌ত, সত্যি বল্‌,
লিখে কি হয় ফল !

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে' দোয়াত কলম এনে—
ক খ গ ঘ ঙ হ য ব র
আমার বেলা কেন মা রাগ কর ?
বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে !

বড় বড় রুলকাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ ?
আমি যদি নৌকো করতে চাই
অম্‌নি বল—নষ্ট করতে নাই !
সাদা কাগজ, কালো
করলে বুঝি ভালো ?

—

বীরপুরুষ

মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্চি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্চ পাল্কীতে মা চড়ে'
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে',
আমি যাচ্চি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে!

সন্ধ্যো হ'ল সূর্য্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদীঘির মাঠে!
ধূধূ করে যে-দিক্ পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ ভাব্‌চ এলেম কোথা।
আমি বল্‌চি ভয় কোরো না মাগো
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা!

চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরুবাছুর নেইক কোনোখানে,
সন্ধ্যে হ'তেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্চি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বল্‌লে আমায় ডেকে
"দীঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো!"

এমন সময় "হাঁরে রে রে রে রে,"
ঐ যে কা'রা আস্‌তেছে ডাক ছেড়ে!—
তুমি ভয়ে পাল্কীতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করচ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কী ছেড়ে কাঁপ্‌ছে থরোথরো!
আমি যেন তোমায় বল্‌চি ডেকে
আমি আছি ভয় কেন মা করো।

হাতে-লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।

আমি বলি, "দাঁড়া খবরদার !
এক পা কাছে আসিস্ যদি আর
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার
টুক্‌রো করে' দেবো তোদের সেরে !"
শুনে তা'রা লম্ফ দিয়ে উঠে'
চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "হাঁরে রে রে রে রে রে !"

তুমি বল্‌লে, "যাস্‌নে খোকা ওরে,"
আমি বলি, "দেখ না চুপ্ করে' !"
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কি ভয়ানক লড়াই হ'ল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা !
এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে'
ভাব্‌চ খোকা গেলই বুঝি মরে' !
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বল্‌চি এসে, "লড়াই গেছে থেমে,"
তুমি শুনে পাল্কী থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে ;
বল্‌চ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কি দুর্দ্দশাই হ'ত তা না হ'লে !"

রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি না হয় আহা!
ঠিক যেন এক গল্প হ'ত তবে,
শুন্‌ত যারা অবাক্ হ'ত সবে,
দাদা বল্‌ত, "কেমন করে' হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে?"
পাড়ার লোকে সবাই বল্‌ত শুনে,
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে!"

রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে ত?
সে বাড়ি কি থাক্‌ত যদি লোকে জান্‌তে পেত?
রূপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতীর দাঁত।
সাত-মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরাণী,
সাত-রাজার-ধন-মাণিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসিগাছের টব আছে যেইখানে!

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাতসাগরের পারে
আমি ছাড়া আর কেহ ত পায় না খুঁজে তাঁরে।
দু'হাতে তা'র কাঁকন দুটি, দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির পরে লুটিয়ে পড়ে চুল!
ঘুম ভেঙে তা'র যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তা'র মাণিকগুলি পড়বে ঝরে' ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা—শোন্ মা কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসিগাছের টব আছে যেইখানে!

তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হ'লে
আমি তখন চুপি চুপি যাই সে ছাদে চলে'।
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা যেই কোণে
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন মনে।
সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সে-ও জানে নাপিত ভায়া কোন্‌খানেতে থাকে।
জানিস্ নাপিতপাড়া কোথায়—শোন্ মা কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসিগাছের টব আছে যেইখানে!

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ঐ পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।

কৃষাণেরা পার হ'য়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে ;
জাল টেনে নেয় জেলে ;
গোরু মহিষ সাঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।

সন্ধ্যে হ'লে সেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে ;
শুধু রাতদুপরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার পরে।
মা, যদি হও রাজি
বড় হ'লে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মত।
বর্ষা হ'লে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখী যত।

তারি ধারে ঘন হ'য়ে
জন্মেছে সব শর,
মাণিক্জোড়ের ঘর
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের পর।

সন্ধ্যা হ'লে কত দিন মা
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি এক মনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি
বড় হ'লে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

এ-পার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখ্‌বে চেয়ে চেয়ে।

সূর্য্য যখন উঠ্‌বে মাথায়
অনেক বেলা হ'লে—
আস্‌ব তখন চলে'
"বড় খিদে পেয়েছে গো
খেতে দাও মা" বলে'।

আবার আমি আস্‌ব ফিরে,
আঁধার হ'লে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মত যাব না মা
বিদেশে কোন্ কাজে!
মা, যদি হও রাজি
বড় হ'লে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

নৌকাযাত্রা

মধু মাঝির ঐ নৌকোখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
কারো কোনো কাজে লাগ্‌ছে না ত
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তা'রা নৌকাটি,
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছ'টা,
মিথ্যে ঘুরে বেড়াইনাকো হাটে!
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
তখন তুমি কেঁদ না মা যেন
বসে' বসে' একলা ঘরের কোণে,
আমি ত মা যাচ্ছিনাকো চলে'
রামের মত চোদ্দবচ্ছর বনে!
আমি যাব রাজপুত্রু হ'য়ে
নৌকো-ভরা সোনামাণিক ব'য়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা তিনজনে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার!

ভোরের বেলা দেবো নৌকো ছেড়ে
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় যাব ভেসে
দুপুর বেলা তুমি পুকুর ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপূর্ণির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে,
গল্প বল্‌ব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার!

ছুটির দিনে

ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো ;
আজ্‌কে আমার ছুটোছুটি
লাগ্‌ল না আর ভালো!
ঘণ্টা বেজে গেল কখন্‌
অনেক হ'ল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল

আজ্‌কে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি।
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি!
দ্বারের কাছে এইখানে বোস্‌
এই হেথা চৌকাঠ;
বল্‌ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ!

ঐ দেখ মা বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।
দেবতা যখন ডেকে ওঠে—
থরথরিয়ে কেঁপে
ভয় কর্‌তেই ভালবাসি
তোমায় বুকে চেপে।
ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুন্‌তে ভালবাসি

ঐ দেখ মা জান্‌লা দিয়ে
আসে জলের ছাঁট,
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ !

কোন্‌ সাগরের তীরে মাগো
কোন্‌ পাহাড়ের পারে,
কোন্‌ রাজাদের দেশে মাগো
কোন্‌ নদীটির ধারে !
কোনোখানে আল বাঁধা তা'র
নাই ডাইনে বাঁয়ে ?
পথ দিয়ে তা'র সন্ধ্যেবেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে ?
সারাদিন কি ধূধূ করে
শুক্‌নো ঘাসের জমি ?
একটি গাছে থাকে শুধু
ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি ?
সেখান দিয়ে কাঠকুড়ুনি
যায় না নিয়ে কাঠ ?
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ ?

এম্‌নিতর মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্চে মাঠে
এক্‌লা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তা'র
বুকের পরে নাচে,
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে?
মেঘে যখন ঝিলিক্ মারে
আকাশের এই কোণে
দুয়োরাণী-মায়ের কথা
পড়ে না তা'র মনে?
দুখিনী মা গোয়াল ঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্
তেপান্তরের মাঠ?

ঐ দেখ্ মা গাঁয়ের পথে
লোক নেইক মোটে;
রাখাল-ছেলে সকাল করে'
ফিরেছে আজ গোঠে।

আজকে দেখ রাত্তির হ'ল
দিন না যেতে যেতে,
কৃষাণেরা বসে' আছে
দাওয়ায় মাদুর পেতে।
আজকে আমি লুকিয়েছি মা
পুঁথি পত্তর যত,—
পড়ার কথা আজ বোলো না!
যখন বাবার মত
বড় হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ,—
আজ বল মা কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ!

বনবাস

বাবা যদি রামের মত
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাব্‌চ মনে?

চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়

জানিনে মা ঠিক,

দণ্ডক বন আছে কোথায়

ঐ মাঠে কোন্ দিক্ ?

কিন্তু আমি পারি যেতে

ভয় করিনে তা'তে—

লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার

থাক্‌ত সাথে সাথে !

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়

বেঁধে নিতেম ঘর,

সাম্‌নে দিয়ে বইত নদী

পড়্‌ত বালির চর।

ছোট একটি থাক্‌ত ডিঙি

পারে যেতাম বেয়ে—

হরিণ চরে' বেড়ায় সেথা,

কাছে আস্‌ত ধেয়ে।

গাছের পাতা খাইয়ে দিতাম

আমি নিজের হাতে,

লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার

কত যে গাছ ছেয়ে থাক্‌ত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে পরে' নিতেম
জড়িয়ে মাথায় চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়্‌ত পেকে,
ঝুড়ি ভরে' ভরে' এনে
ঘরে দিতেম রেখে;
খিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে!

রোদের বেলায় অশথ তলায়
ঘাসের পরে আসি
রাখাল-ছেলের মত কেবল
বাজাই বসে' বাঁশি।
ডালের পরে ময়ূর থাকে
পেখম পড়ে ঝুলে,
কাঠবিড়ালী ছুটে বেড়ায়
ন্যাজটি পিঠে তুলে।

কখন্ আমি ঘুমিয়ে যেতেম
দুপুর বেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে !

সন্ধ্যেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকোনো ডালপালা,
বনের ধারে বসে' থাকি
আগুন হ'লে জ্বালা।
পাখীরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে,
সন্ধ্যে-তারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
মায়ের কথা মনে করি
বসে আঁধার রাতে,—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে !

ঠাকুরদাদার মত বনে
আছেন ঋষি মুনি
তাঁদের পায়ে প্রণাম করে'
গল্প অনেক শুনি।

রাক্ষসেরে ভয় করিনে
আছে গুহক মিতা,
রাবণ আমার কি করবে মা
নেই ত আমার সীতা !
হনুমানকে যত্ন করে'
খাওয়াই দুধে-ভাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে।

মাগো আমায় দে না কেন
একটি ছোট ভাই—
দুইজনেতে মিলে আমরা
বনে চলে' যাই !
আমাকে মা শিখিয়ে দিবি
রাম-যাত্রার-গান,
মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো,
হাতে ধনুকবাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এম্‌নি বরষাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাক্‌ত সাথে সাথে।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র

আমি শুধু বলেছিলেম—
"কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা-চাঁদ আট্‌কা পড়ে
যখন সন্ধ্যেকালে
তখন কি কেউ তা'রে
ধরে' আন্‌তে পারে?"
শুনে দাদা হেসে কেন
বল্‌লে আমায় "খোকা
তোর মত আর দেখি নাইক **বোকা!**
চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে
কেমন করে' ছুঁই?"
আমি বলি "দাদা তুমি
জান না কিচ্ছুই!
মা আমাদের হাসে যখন
ঐ জান্‌লার ফাঁকে
তখন তুমি বল্‌বে কি, মা
অনেক দূরে থাকে?"
তবু দাদা বলে আমায় "খোকা,
তোর মত আর দেখি নাই ত বোকা

দাদা বলে, "পাবি কোথায়
অত বড় ফাঁদ ?"
আমি বলি, "কেন দাদা
ঐ ত ছোট চাঁদ,
দুটি মুঠোয় ওরে
আন্‌তে পারি ধরে' !"
শুনে দাদা হেসে কেন
বল্‌লে আমায় "খোকা,
তোর মত আর দেখি নাই ত বোকা !
চাঁদ যদি এই কাছে আস্‌ত
দেখ্‌তে কত বড় !"
আমি বলি, "কি তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড় !
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নীচু
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড় কিছু ?"
তবু দাদা বলে আমায়, "খোকা,
তোর মত আর দেখি নাই ত বোকা !"

বৈজ্ঞানিক

যেম্‌নি মাগো গুরুগুরু

মেঘের পেলে সাড়া,

যেম্‌নি এল আষাঢ়মাসে

বৃষ্টিজলের ধারা।

পূবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে

যেম্‌নি পড়ল আসি'

বাঁশবাগানে সোঁ সোঁ করে'

বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি—

অম্‌নি দেখ্ মা চেয়ে

সকল মাটি ছেয়ে

কোথা থেকে উঠ্‌ল যে ফুল

এত রাশি রাশি!

তুই যে ভাবিস্ ওরা কেবল

অম্‌নি যেন ফুল,

আমার মনে হয় মা তোদের

সেটা ভারি ভুল!

ওরা সব ইস্কুলের ছেলে

পুঁথি পত্র কাঁখে,

মাটির নীচে ওরা ওদের

পাঠশালাতে থাকে।

ওরা পড়া করে
দুয়োর-বন্ধ ঘরে,
খেল্‌তে চাইলে, গুরুমশায়
দাঁড় করিয়ে রাখে।

বশেখ জষ্ঠি মাসকে ওরা
দুপুর বেলা কয়,
আষাঢ় হ'লে আঁধার করে'
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘন বনের মাঝে
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে।
অম্‌নি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে,
হল্‌দে রাঙা সবুজ শাদা
কত রকম সাজে!

জানিস্‌ মাগো ওদের যেন
আকাশেতেই বাড়ি
রাত্রে যেথায় তারাগুলি
দাঁড়ায় সারি সারি।

দেখিস্‌নে মা বাগান ছেয়ে
ব্যস্ত ওরা কত !
বুঝ্‌তে পারিস্‌ কেন ওদের
তাড়াতাড়ি অত ?
জানিস্‌ কি কার কাছে
হাত বাড়িয়ে আছে ?
মা কি ওদের নেইক ভাবিস্‌
আমার মায়ের মত ?

মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তা'রা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে !
বলে, "আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যেবেলা !
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রূপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে' !"
আমি বলি "যাব কেমন করে' ?"
তা'রা বলে "এস মাঠের শেষে !
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে'
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে !"

আমি বলি, "মা যে আমার ঘরে
বসে' আছে চেয়ে আমার তরে,
তা'রে ছেড়ে থাক্‌ব কেমন করে' ?"
শুনে তা'রা হেসে যায় মা ভেসে !
তা'র চেয়ে মা আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ,
দু-হাত দিয়ে ফেল্‌ব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।

ঢেউয়ের মধ্যে মাগো যারা থাকে,
তা'রা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে
বলে, "আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান।"
তা'রা বলে, "কোন্‌দেশে যে ভাই
আমরা চলি ঠিকানা তা'র নাই !"
আমি বলি, "কেমন করে' যাই ?"
তা'রা বলে, "এস ঘাটের শেষে !
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোখ বুজে
আমরা তোমায় নেব ঢেউয়ের দেশে !"
আমি বলি, "মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধ্যে হ'লে নাম ধরে' মোর ডাকে,
কেমন করে' ছেড়ে থাক্‌ব তা'কে !"
শুনে তা'রা হেসে যায় মা ভেসে !

তা'র চেয়ে মা আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ !
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ !

লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি করে'
চাঁপার গাছে চাঁপা হ'য়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি।
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিন্‌তে আমায় পারো ?
তুমি ডাক "খোকা কোথায় ওরে।"
আমি শুধু হাসি চুপটি করে' !

তখন তুমি থাক্‌বে যে কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখ্‌ব নয়ন মেলে।
স্নানটি করে' চাঁপার তলা দিয়ে
আস্‌বে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে ;—

এখান দিয়ে পূজার ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে ;
তখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে ।

দুপুর বেলা মহাভারত হাতে
ব'স্‌বে তুমি সবার খাওয়া হ'লে ;—
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়্‌বে এসে তোমার পিঠে কোলে ;
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের পরে আনি ।
তখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে ।

সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে,
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ করে' মা পড়ব ভুঁয়ে ঝরে' !
আবার আমি তোমার খোকা হব,
"গল্প বল" তোমায় গিয়ে কব ।
তুমি বল্‌বে, "দুষ্টু ছিলি কোথা ?"
আমি বল্‌ব, "বল্‌ব না সে কথা !"

দুঃখহারী

মনে কর তুমি থাক্‌বে ঘরে
আমি যেন যাব দেশান্তরে।
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরী
জিনিষপত্র সব নিয়েছি ভরি',
ভালো করে' দেখ্‌তে 'মনে করি'
কি এনে মা দেব' তোমার তরে!

চাস্ কি মা তুই এত এত সোনা?
সোনার দেশে কর্‌ব আনাগোনা!
সোনামতী নদী-তীরের কাছে
সোনার ফসল মাঠে ফলে' আছে,
সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে,
না কুড়িয়ে আমি ত ফিরব না!

পর্‌তে কি চাস্ মুক্তো গেঁথে হারে?
জাহাজ বেয়ে যাব সাগর-পারে!
সেখানে মা সকালবেলা হ'লে
ফুলের পরে মুক্তোগুলি দোলে,
টুপটুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে
যত পারি আন্‌ব ভারে ভারে

দাদার জন্যে আন্‌ব মেঘে-ওড়া
পক্ষীরাজের বাচ্চা দুটি ঘোড়া।
বাবার জন্যে আন্‌ব আমি তুলি'
কনকলতার চারা অনেকগুলি ;
তোর তরে মা দেব' কৌটা খুলি'
সাত-রাজার-ধন মাণিক একটি জোড়া !

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই !
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাক্‌বি যখন খোকা বলে'
বল্‌ব আমি—নাই সে খোকা নাই !
মাগো যাই !

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে
যাব মা তোর বুকে বয়ে'
ধর্‌তে আমায় পারবিনে ত হাতে।
জলের মধ্যে হব মা ঢেউ
জান্‌তে আমায় পার্‌বে না কেউ,
স্নানের বেলা খেল্‌ব তোমারি সাথে।

বাদ্‌লা যখন পড়বে ঝরে'
রাতে শুয়ে ভাব্‌বি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জান্‌লা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক্‌ মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে ?

খোকার লাগি তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হ'য়ে বল্‌ব তোমায় "ঘুমো" ;
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হ'য়ে ঢুক্‌ব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।

স্বপন হ'য়ে আঁখির ফাঁকে,
দেখ্‌তে আমি আস্‌ব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখ্‌বে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে !

পূজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,

বল্‌বে—খোকা নেই যে ঘরের মাঝে !
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে !

পূজোর কাপড় হাতে করে'
মাসি যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চলে' ?"
বলিস্, খোকা সে কি হারায় !
আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে !

নদী

ওরে তোরা কি জানিস্ কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ !
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে ?
শোন চল্‌চল্ ছল্‌ছল্
সদাই গহিয়া চলেছে জল ।
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে বসে দুলে ?

সদা হেসে করে লুটোপুটি,
চলে কোন্ খানে ছুটোছুটি ?
ওরা সকলের মন তুষি'
আছে আপনার মনে খুসি।

আমি বসে' বসে' তাই ভাবি,
নদী কোথা হ'তে এল নাবি' !
কোথায় পাহাড় সে কোন্খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে ?
কেহ যেতে পারে তা'র কাছে ?
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে ?
সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশু পাখীদের বাস,
সেথা শবদ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে' আছে মহামুনি !
তাহার মাথার উপরে শুধু
শাদা বরফ করিছে ধূধূ।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মত !
শুধু হিমের মতন হাওয়া,
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া,
শুধু সারারাত তারাগুলি
তা'রে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি'।

শুধু ভোরের কিরণ এসে
তা'রে মুকুট পরায় হেসে।

সেই নীল আকাশের পায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা শাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন-সুখে।
কবে মুখে তা'র রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে ;
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে' গেল খেলা,
সেথায় একা ছিল দিন রাতি,
কেহই ছিল না খেলার সাথী ;
সেথায় কথা নাই কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে।
নীচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তা'রা বুড়ো বুড়ো তরু যত,
তাদের বয়স কে জানে কত !

তাদের খোপে খাপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখী বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।
তা'রা ডাল তুলে' কালো কালো
আড়াল করেছে রবির আলো,
তাদের শাখায় জটার মত
ঝুলে পড়েছে শেওলা যত;
তা'রা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলি খিলি।
তা'রে কে পারে রাখিতে ধরে'
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে'।
সে যে সদা খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।

পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলি' চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে,
নদী হেসে যায় বেঁকে চুরে।
সেথায় বাস করে শিং-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তা'রা কারেও দেয় না ধরা।

সেথায় মানুষ নূতনতরো
তাদের শরীর কঠিন বড়।
তাদের চোখ দুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা,
তা'রা পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।
তা'রা সারা দিনমান খেটে,
আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে।
তা'রা চড়িয়া শিখর পরে
বনের হরিণ শিকার করে।

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথী জোটে দলে দলে।
তা'রা তারি মত, ঘর হ'তে
সবাই বাহির হয়েছে পথে ;
পায়ে ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি ;
গায়ে আলো করে ঝিকিঝিক্,
যেন পরেছে হীরার চিক্।
মুখে কল কল কত ভাষে
এত কথা কোথা হ'তে আসে।
শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।

শেষে কোলাকুলি কলরবে
তা'রা এক হ'য়ে যায় সবে।
তখন কল কল ছুটে জল,
কাঁপে টলমল ধরাতল;
কোথাও নীচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর কেঁপে ওঠে থর থর,
শিলা খান্ খান্ যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে গাছগুলো বড় বড়
তা'রা হ'য়ে পড়ে পড়-পড়।
কত বড় পাথরের চাপ
জলে খসে' পড়ে ঝুপঝাপ।
তখন মাটিগোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মত ছোটে।

শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।
হেথা চারিদিকে খোলা মাঠ,

কোথাও চাষীরা করিছে চাষ,
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস ;
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখী শিষ্‌ দিয়ে দিয়ে নাচে ;
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে ;
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান্‌ কাজে।
কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে,
নদী চলেছে আপন মতে।
পথে বরষার জলধারা
আসে চারিদিক হ'তে তা'রা,
নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে
এখন কে রাখে ধরিয়া তা'রে ?

তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।
সেথা মহিষের দল থাকে,
তা'রা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে
তা'রা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে হুয়া হুয়া করে' ডাকে।

দেখে এই মত কত দেশ,
কেবা গণিয়া করিবে শেষ!
কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা রাঙা,
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দু-ধারে গমের ক্ষেত,
কোথাও ছোটখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলে রাজধানী;
সেথায় নবাবের বড় কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা।
তারি ঘাটের সোপান যত,
জলে নামিয়াছে শত শত।
কোথাও শাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।

কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি;
নদী এই মত অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তা'রি।
হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে,

কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে ;
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল,
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি।

কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু'বেলা সকালে সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাই-মাখা
ঘাটে বসে' আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট,
নৌকা ভরিয়া রয়েছে ঘাট ;
মাঠে কলাই শরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ ;
কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিখ্ চরিছে আপন মনে।
কোথাও ধূধূ করে বালুচর
সেথায় গাঙ্ শালিকের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে' আসে চলে'।

সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস ;
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারাদিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

কোথাও ধানের ক্ষেতের ধারে,
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে
ঘন আম-কাঁঠালের বনে,
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।
সেথা আছে ধান গোলা-ভরা
সেথা খড়গুলা রাশ করা,
সেথা গোয়ালেতে গরু বাঁধা
কত কালো পাটকিলে শাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,
সেথায় ক্যাঁ কোঁ করে' ঘোরে ঘানি ;
কোথাও কুমারের ঘোরে চাক্
দেয় সারাদিন ধরে' পাক।
মুদী দোকানেতে সারাখণ
বসে' পড়িতেছে রামায়ণ।
কোথাও বসি পাঠশালা ঘরে
যত ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে,

বড়   বেতখানি ল'য়ে কোলে
ঘুমে   গুরুমহাশয় ঢোলে।
হোথায়   এঁকে বেঁকে ভেঙে চুরে
গ্রামের   পথ গেছে বহুদূরে।
সেথায়   বোঝাই গরুর গাড়ি
ধীরে   চলিয়াছে ডাক ছাড়ি'।
রোগা   গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায়   শুঁকিয়া বেড়ায় ধূলো।

যেদিন   পূরণিমা রাতি আসে
চাঁদ   আকাশ জুড়িয়া হাসে;
বনে   ও পারে আঁধার কালো,
জলে   ঝিকিমিকি করে আলো,
বালি   চিকিচিকি করে চরে
ছায়া   ঝোপে বসি থাকে ডরে।
সবাই   ঘুমায় কুটীরতলে
তরী   একটিও নাহি চলে;
গাছে   পাতাটিও নাহি নড়ে,
জলে   ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।
কভু   ঘুম যদি যায় ছুটে',
কোকিল   কুহু কুহু গেয়ে উঠে,
কভু   ও-পারে চরের পাখী
রাতে   স্বপনে উঠিছে ডাকি'।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।

হোথায় গহন গভীর বন,
তীরে নাহি লোক নাহি জন।
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপেঝাপে,
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতা বাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।
রাতে চুপি চুপি আসে ঘাটে
জল চকো চকো করি চাটে।
হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল,
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে উঠে খল খল,
তরী করি উঠে টলমল।
নদী অজগর সম ফুলে'
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে',
তখন জল যায় সরে' সরে';

তখন নদী রোগা হ'য়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে ;
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেমন বুকের হাড়ের মত।

নদী চলে' যায় যত দূরে
ততই জল উঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক্ হয়ে যায় ভুল ;
নীল হ'য়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা ;
ক্রমে নীচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল ;
ডাঙা কোন্ খানে পড়ে' রয়,
শুধু জলে জলে জলময়।
ওরে এ কি শুনি কোলাহল,
হেরি এ কি ঘন নীল জল।
ওই বুঝিরে সাগর হোথা,
উহার কিনারা কে জানে কোথা !
ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে'
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে'।
ওঠে শাদা শাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মত।

জল গরজি গরজি ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হ'তে আসে ছুটে',
ঢেউয়ে হাহা করে' পড়ে লুটে'।
যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে লাফায়ে বেড়ায় খেলে'।

হেথা যতদূর পানে চাই
কোথাও কিছু নাই কিছু নাই।
শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কলকল কোলাহল,
শুধু ফেনা, আর শুধু ঢেউ,
আর নাহি কিছু নাহি কেউ!
হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ।
হেথা সারাদিন সারাবেলা
তাহার ফুরাবে না আর খেলা।
তাহার সারাদিন নাচ গান
কভু হবেনাক অবসান;
এখন কোথাও হবে না যেতে,
সাগর নিল তা'রে বুক পেতে।
তা'রে নীল বিছানায় থুয়ে
তাহার ক্লেদ মাটি দিবে ধুয়ে।

তা'রে ফেনার কাপড়ে ঢেকে,
তা'রে ঢেউয়ের দোলায় রেখে,
তা'র কানে কানে গেয়ে সুর
তা'র শ্রম করি দিবে দূর।
নদী চিরদিন চিরনিশি
র'বে অতল আদরে মিশি।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্

দিনের আলো নিবে এল,
সূর্য্যি ডোবে-ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে-লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রং,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও-পারেতে বিষ্টি এল
ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মাণিক জ্বালা।

বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে' কত
খেলা পড়ে মনে
কত দিনের লুকোচুরী
কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান্—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্-টুপুর্
নদেয় এল বান।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসি মুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে না
যায় লেখাজোখা!
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান।"

মনে পড়ে সুয়োরাণী
দুয়োরাণীর কথা;
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।

মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটিমিটি আলো,
একটা দিকের দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে
একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘ্‌লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা?
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল
কবেকার সে কথা?
সেদিনো কি এম্‌নিতর
মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বাজ বিজ্‌লি
দিচ্ছিল কি হানা?

তিন কন্যে বিয়ে করে'

কি হ'ল তার' শেষে ?

না জানি কোন্ নদীর ধারে,

না জানি কোন দেশে,

কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে

কে গাহিল গান—

"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্

নদেয় এল বান !"

সাত ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে,

সাতটি চাঁপা ভাই ;

রাঙা-বসন পারুল দিদি,

তুলনা তা'র নাই।

সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে

সাতটি সোনার মুখ,

পারুল দিদির কচি মুখটি

কর্ত্তেছে টুক্‌টুক্।

ঘুমটি ভাঙে পাখীর ডাকে

রাতটি যে পোহালো,

ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে
চাঁপার মত আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে
মুখখানি বের করে',
কি দেখ্‌চে সাত ভায়েতে
সারা সকাল ধরে'?

দেখ্‌চে চেয়ে ফুলের বনে
গোলাপ ফোটে-ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে
চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায়
দুষ্টু ছেলের মত,
লতায় পাতায় হেলাদোলা
কোলাকুলি কত!
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে
ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে
শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখ্‌চে ভাই বোন্,

দুখিনী এক মায়ের তরে
আকুল হ'ল মন।

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে
পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন
বুকের দুরু দুরু!
কেবল শুনি কুলুকুলু
এ কি ঢেউয়ের খেলা!
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু
সারা দুপুর বেলা।
মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে
খুঁজে বেড়ায় কাঁকে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ করে'
ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে
শুন্‌চে ভাই বোন্‌,
মায়ের কথা মনে পড়ে,
আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে
মেঘ চলেছে ভেসে,

রাজহাঁসেরা উড়ে উড়ে
চলেছে কোন্ দেশে !
প্রজাপতির বাড়ি কোথায়
জানে না ত কেউ,
সমস্ত দিন কোথায় চলে
লক্ষ হাজার ঢেউ !
দুপুর বেলা থেকে থেকে
উদাস হ'ল বায়,
শুক্‌নো পাতা খসে' পড়ে'
কোথায় উড়ে' যায় !
ফুলের মাঝে দুই গালে হাত
দেখ্‌তেছে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়চে মনে
কাঁদ্‌চে পরাণমন।

সন্ধ্যে হ'লে জোনাই জ্বলে
পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা
গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হ'ল,
স্তব্ধ পাখীর ডাক,

থেকে থেকে করচে কা কা
দুটো একটা কাক।
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি,
পূবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি
চাঁপা ফুলের ঘরে—
"গল্প বল পারুল দিদি"
সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে
মনে পড়ে মাকে।

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে,
ঝাঁ ঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল
আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে
সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের
মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে
সাতটি ভায়ের তনু—

কোমল শয্যা কে পেতেছে
সাতটি ফুলের রেণু !
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে
স্বপন দেখে মাকে ;
সকাল বেলা "জাগো জাগো"
পারুল দিদি ডাকে ।

বিম্ববতী

(রূপকথা)

সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে । তা'র পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ । মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তা'রে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে ?
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে !

তা'র পর দিন রাণী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি' দিল কেশভার
আজানুলম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি'।
সুবর্ণ মুকুর রাখি' কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি',—কহ সত্য করে'
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী!
দর্পণে উঠিল ফুটি' সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রাণী, অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম তা'রে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে' সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তা'র পরদিনে—আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দূরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—কহ সত্য করি'
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী!
উজ্জ্বল কনক পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রাণী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তা'রে কঠিন বাঁধিয়া,

এখনো সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে !

তা'র পরদিন,—আবার সাজিল সুখে
নব অলঙ্কারে, বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।
পরিল যতন করি' নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণে সম্মুখে ধরে'
শুধাইল মন্ত্র পড়ি', সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী !
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি'
মোহন মুকুরে। রাণী কহিল জ্বলিয়া—
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও মরিল না সে সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে !

তা'র পর দিনে রাণী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল সত্য করে।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি'
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি

বিবাহের বেশে।—অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত।
চীৎকারি কহিল রাণী কর হানি বুকে,
মরিতে দেখেছি তা'রে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

ঘসিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব নাহি হ'ল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না,
অগ্নি দিল তবুও ত গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি গেল প্রাণ;—
সর্ব্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে; ভূমে পড়ি' তারি পাশে
কনক দর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

নবীন অতিথি

(গান)

ওহে নবীন অতিথি,

তুমি, নূতন কি তুমি চিরন্তন ?

যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন !

যতনে কত কি আনি' বেঁধেছিনু গৃহখানি

হেথা কে তোমারে বল করেছিল নিমন্ত্রণ ?

কত আশা ভালবাসা গভীর হৃদয়তলে

ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে !

একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারাণী

কেমনে গোপন মনে করিলে হে পদার্পণ ?

অস্তসখী

রজনী একাদশী

পোহায় ধীরে ধীরে,

রঙীন্ মেঘমালা

উষারে বাঁধে ঘিরে।

আকাশে ক্ষীণশশী

আড়ালে যেতে চায়,

দাঁড়ায়ে মাঝখানে
কিনারা নাহি পায় !

এ হেনকালে, যেন
মায়ের পানে মেয়ে
রয়েছে শুকতারা
চাঁদের মুখে চেয়ে।
কে তুমি মরি মরি
একটুখানি প্রাণ !
এনেছ কি না জানি
করিতে ওরে দান !

মহিমা যত ছিল
উদয়বেলাকার
যতেক সুখসাথী
এখনি যাবে যার,
পুরানো সব গেল,—
নূতন তুমি একা
বিদায়কালে তা'রে
হাসিয়া দিলে দেখা !

ও চাঁদ যামিনীর
হাসির অবশেষ,

ও শুধু অতীতের
স্থখের স্মৃতিলেশ,
তাহারা দ্রুতপদে
কোথায় গেছে সরে',
পারেনি সাথে যেতে
পিছিয়ে আছে পড়ে' !

তাদেরি পানে ও যে
নয়ন ছিল মেলি',
তাদেরি পথে ও যে
চরণ ছিল ফেলি',
এমন সময় কে
ডাকিল পিছু পানে
একটি আলোকেরি
একটু মৃদু গানে !

গভীর রজনীর
রিক্ত ভিখারীকে
ভোরের বেলাকার
কি লিপি দিলে লিখে ?
সোনার-আভা-মাখা
কি নব আশাখানি

শিশির-জলে ধুয়ে
তাহারে দিলে আনি' !
অস্ত উদয়ের
মাঝেতে তুমি এসে
প্রাচীন নবীনেরে
টানিছ ভালবেসে,—
বধূ ও বররূপে
করিলে এক-হিয়া
করুণ কিরণের
গ্রন্থি বাঁধি দিয়া !

হাসিরাশি

নাম রেখেছি বাব্‌লা রাণী,
এক রত্তি মেয়ে।
হাসিখুসি চাঁদের আলো
মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুট্‌ফুটে তা'র দাঁত ক'খানি
পুট্‌পুটে তা'র ঠোঁট্।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব্
উলোট পালোট্ !

কচি কচি হাত দুখানি
কচি কচি মুঠি,
মুখ নেড়ে কেউ কথা ক'লে
হেসেই কুটি-কুটি।
তাই তাই তাই তালি দিয়ে
দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে।
"চলি—চলি—পা—পা"
টলি টলি যায়,
গরবিণী হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়।

হাতটি তুলে চুড়ি দু-গাছি
দেখায় যাকে তা'কে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে
নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে
মুক্তো আছে ফলে',
মায়ের চুমোখানি যেন
মুক্তো হ'য়ে দোলে!
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে
দুহাত তুলে চায়,

মায়ের কোলে দুলে দুলে
ডাকে আয় আয়।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল
তা'র মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোত্থেকে এল
চাঁদের মত মেয়ে।
কচি প্রাণের হাসিখানি
চাঁদের পানে ছোটে
চাঁদের মুখের হাসি আরো
বেশি ফুটে ওঠে।

এমন সাধের ডাক্ শুনে চাঁদ
কেমন করে' আছে,
তারাগুলি ফেলে বুঝি
নেমে আস্‌বে কাছে!
সুধামুখের হাসিখানি
চুরি করে' নিয়ে
রাতারাতি পালিয়ে যাবে
মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তা'রে রাখ্‌ব ধরে'
রাণীর পাশেতে।
হাসিরাশি বাঁধা র'বে
হাসিরাশিতে!

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি
পল্লীটি তা'র দখলে,
সবাই তারি পূজো জোগায়
লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায়
কথায় যদি মন দেহ—
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে
আছে আমার সন্দেহ!
ভোরের বেলা আঁধার থাকে,
ঘুম যে কোথা ছোটে ওর,—
বিছানাতে হুলুস্থূলু
কলরবের চোটে ওর।
খিল্‌খিলিয়ে হাসে শুধু
পাড়াসুদ্ধ জাগিয়ে,
আড়ি করে' পালাতে যায়
মায়ের কোলে না গিয়ে।
হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়,
আমি তখন নাচারী,
কাঁদের পরে তুলে তা'রে
করে' বেড়াই পা-চারি।

মনের মতন বাহন পেয়ে
ভারি মনের খুসিতে
মারে আমায় মোটা মোটা
নরম নরম ঘুষিতে।
আমি ব্যস্ত হ'য়ে বলি—
"একটু রোস রোস মা!"
মুঠো করে' ধরতে আসে
আমার চোখের চষমা।
আমার সঙ্গে কলভাষায়
করে কতই কলহ!
তুমুল কাণ্ড! তোমরা তা'রে
শিষ্ট আচার বলহ!

তবু ত তা'র সঙ্গে আমার
বিবাদ করা সাজে না!
সে নৈলে যে তেমন করে'
ঘরের বাঁশি বাজে না!
সে না হ'লে সকাল বেলায়
এত কুসুম ফুটবে কি?
সে না হ'লে সন্ধ্যেবেলায়
সন্ধ্যেতারা উঠ্‌বে কি?
একটি দণ্ড ঘরে আমার
না যদি রয় দুরন্ত,

কোনোমতে হয় না তবে
বুকের শূন্য পূরণ ত।
দুষ্টুমি তা'র দখিন হাওয়া
সুখের তুফান-জাগানে,
দোলা দিয়ে যায়গো আমার
হৃদয়ের ফুলবাগানে!

নাম যদি তা'র জিগেস কর
সেই আছে এক ভাবনা
কোন্ নামে যে দিই পরিচয়
সে ত ভেবেই পাব না!
নামের খবর কে রাখে ওর
ডাকি ওরে যা' খুসি
দুষ্টু বল দস্যি বল
পোড়ারমুখি রাক্ষুসি!
বাপমায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপমায়েরি থাক্ সে নয়॥
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে নয়!

একজনেতে নাম রাখ্‌বে
কখন্ অন্নপ্রাশনে,

বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
ভারি বিষম শাসন এ!
নিজের মনের মত সবাই
করুন্ কেন নামকরণ,
বাবা ডাকুন্ চন্দ্রকুমার,
খুড়ো ডাকুন্ রামচরণ!
ঘরের মেয়ে তা'র কি সাজে
সংস্কৃত নামটা ঐ!
এতে কারো দাম বাড়ে না
অভিধানের দামটা বই!
আমি বাপু ডেকেই বসি
যেটাই মুখে আসুক না!
যারে ডাকি সেই তা বোঝে
আর সকলে হাসুক্ না;
একটি ছোট মানুষ, তাহার
একশো রকম রঙ্গ ত!
এমন লোককে একটি নামেই
ডাকা কি হয় সঙ্গত?

বিচ্ছেদ

বাগানে ঐ দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে কত যে,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ছিল ফুলের মত যে!
ফুল যে দিত ফুলের সঙ্গে
আপন সুধা মাখায়ে,
সকাল হ'ত সকালবেলায়
যাহার পানে তাকায়ে!
সেই আমাদের ঘরের মেয়ে
সে গেছে আজ প্রবাসে,
নিয়ে গেছে এখান থেকে
সকালবেলার শোভা সে!
একটুখানি মেয়ে আমার
কত যুগের পুণ্য যে
একটুখানি সরে' গেছে,
কতখানিই শূন্য যে!

বৃষ্টি পড়ে টুপুর্ টুপুর্
মেঘ করেছে আকাশে,

উষার রাঙা মুখখানি আজ
কেমন যেন ফ্যাকাশে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই,
দুয়োরগুলো ভ্যাজানো,
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন!
ময়নাটি ঐ চুপ্‌টি করে'
ঝিমচ্চে সেই খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তা'র নাচাতে।

ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য পড়ে' বিছানা,
কার তরে সে কেঁদে মরে—
সে কল্পনা মিছে না!
বইগুলো সব ছড়িয়ে আছে
নাম লেখা তায় কার গো?
এমনি তা'রা র'বে কি হায়,
খুল্‌বে না কেউ আর গো?
এটা আছে সেটা আছে
অভাব কিছু নেই ত,—
স্মরণ করে' দেয় রে যারে,
থাকেনাকো সেই ত!

উপহার

স্নেহ উপহার এনে দিতে চাই,
কি যে দিব তাই ভাবনা,
যত দিতে সাধ করি মনে মনে
খুঁজেপেতে সে ত পাব না!
আমার যা ছিল ফাঁকি দিয়ে নিতে
সবাই করেছে একতা,
বাকি যে এখন আছে কত ধন
না তোলাই ভালো সে কথা!
সোনা রূপো আর হীরে জহরৎ
পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরী যে যত্র সন্ধান পেয়ে
নে' গেছে যে যার বাটীতে!
টাকাকড়ি মেলা আছে টাকশালে
নিতে গেলে পড়ি বিপদে!
বসন ভূষণ আছে সিন্ধুকে,
পাহারাও আছে ফি পদে!

এ যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড় বিষম দেশ রে!

ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে দূরে চলে' গিয়ে
ভুলে গিয়ে সব শেষ রে!
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণচিহ্ন
যে যাহারে পারে দেয় যে!
তাও কত থাকে কত ভেঙে যায়
কত মিছে হয় ব্যয় যে!
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত,
চোখে যদি দেখা যেত রে,
কতগুলো তবে জিনিষ পত্র
বল্ দেখি দিত কে তোরে?
তাই ভাবি মনে কি ধন আমার
দিয়ে যাব তোরে নুকিয়ে,
খুসি হবি তুই খুসি হব আমি
বাস্ সব যাবে চুকিয়ে।

কিছু দিয়ে থুয়ে চিরদিন তরে
কিনে রেখে দেব' মন তোর
এমন আমার মন্ত্রণা নেই,
জানিনেও হেন মন্তর!
নবীন জীবন বহুদূর পথ
পড়ে' আছে তোর সুমুখে;
স্নেহরস মোরা যেটুকু যা দিই
পিয়ে নিস্ এক চুমুকে,

সাথীদলে জুটে চলে' যাস্ ছুটে,
নব আশে নব পিয়াসে,
যদি ভুলে যাস্ সময় না পাস্,
কি যায় তাহাতে কি আসে!
মনে রাখিবার চির অবকাশ
থাকে আমাদেরি বয়সে,
বাহিরেতে যার না পাই নাগাল
অন্তরে জেগে রয় সে!

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী
আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে
যায় চলে' দেশ বিদেশে;—
যার কোল হ'তে ঝরণার স্রোতে
এসেছে আদরে গলিয়া,
তা'রে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে
অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোট নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে,—
যত দূরে যায় স্নেহধারা তা'র
সাথে যায় দ্রুত চরণে।

তেমনি তুমিও থাক নাই থাক
মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশীষ ঝরণা !

পাখীর পালক

খেলাধূলো সব রহিল পড়িয়া
ছুটে চলে' আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্,
কি এনেছি দেখ্ চেয়ে !"
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়,
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি,
হ'য়ে যায় ভুল বাঁধেনাকো চুল,
খুলে পড়ে কেশরাশি !
দুটি হাত তা'র ঘিরিয়া ঘিরিয়া
রাঙা চুড়ি কয় গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তা'রা
কেঁপে ওঠে তা'রা নাচি' !
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেয়ে।

বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্,
কি এনেছি দেখ্ চেয়ে !"

সোনালি রঙের পাখীর পালক
ধোয়া সে সোনার স্রোতে,
খসে' এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হ'তে ;
নয়ন ঢুলানো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যথা,
মাখা যেন তা'য় মেঘের কাহিনী
নীল আকাশের কথা।
ছোটখাটো নীড়, শাবকের ভিড়,
কতমত কলরব,
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা,
মনে পড়ে যেন সব।
ল'য়ে সে পালক কপোলে বুলায়,
আঁখিতে বুলায় মেয়ে,
বলে হেসে হেসে "ওমা দেখ্ দেখ্,
কি এনেছি দেখ্ চেয়ে !"

মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে
"কিবা জিনিষের ছিরি !"
ভূমিতে ফেলিয়া গেল সে চলিয়া
আর না চাহিল ফিরি।

মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল
মাটিতে রহিল বসি'।
শূন্য হ'তে যেন পাখীর পালক
ভূতলে পড়িল খসি।
খেলাধূলো তার হলোনাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি ল'য়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তা'র,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত
দেখাত না কা'রে আর!

অভিমানিনী

এলো থেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
ওই দেখ সে দাঁড়িয়ে রয়েছে;
নিমেষহারা আঁখির পাতা দুটি
চোখের জলে ভরে' এয়েছে!—
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকানো
দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি,

ছোট ছোট রাঙা রাঙা ঠোঁট
ফুলে' ফুলে' উঠিতেছে কাঁপি!
সাধিলে ও কথা কবে না,
ডাকিলে ও আসিবে না কাছে;
সবার পরে অভিমান করে'
আপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে!
কি হয়েছে কি হয়েছে বলে'
বাতাস এসে চুলগুলি দোলায়;—
রাঙা ওই কপোলখানিতে
রবির হাসি হেসে চুমো খায়!
কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল
রাগ করে' ঐ ফেলে দিয়েছে,
পায়ের কাছে পড়ে' পড়ে' তা'রা
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে!

পূজার সাজ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি'
পূজার সময় এল কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে' তাই
আনন্দে দুহাত তুলি' নাচে।

পিতা বসি ছিল দ্বারে দুজনে শুধাল তা'রে—
"কি পোষাক আনিয়াছ কিনে ?"
পিতা কহে—"আছে, আছে, তোদের মায়ের কাছে
দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।"

সবুর সহে না আর জননীরে বারবার
কহে, "মাগো ধরি তোর পায়ে,
বাবা আমাদের তরে কি কিনে এনেছে ঘরে
একবার দে না মা দেখায়ে !"

ব্যস্ত দেখি' হাসিয়া মা দু'খানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর।
মধু কহে—"আর নেই ?" মা কহিল, "আছে এই
একজোড়া ধুতি ও চাদর।"

রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় ধুলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, "চাহি না মা,
রায় বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা !"

মা কহিল, "মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি
গরীব যে তোমাদের বাপ,
এবার হয়নি ধান ক্ষেতে গেছে লোকসান
পেয়েছেন কত দুঃখ তাপ !

তবু দেখ বহু ক্লেশে তোমাদের ভালবেসে
সাধ্যমত এনেছেন কিনে,
সে জিনিষ অনাদরে ফেলিলি ধূলির পরে
এই শিক্ষা হ'ল এতদিনে !"

বিধু বলে, "এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর
এই জামা পরাস্ আমারে !"
মধু শুনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুতবেগে
গেল রায় বাবুদের দ্বারে।

সেথা মেলা লোক জড়', রায় বাবু ব্যস্ত বড়
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লান মনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।

কাছে ডাকি স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে
তা'রে দুই বাহুতে বাঁধিয়া—
"কি রে মধু, হয়েছে কি ! তোরে যে শুকনো দেখি !"
শুনি মধু উঠিল কাঁদিয়া !

কহিল, "আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।"
শুনি রায় মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
"সেজন্য ভাবনা কিবা তোর !"

ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, "ওরে গুপি,
তোর জামা দে তুই মধুরে।"
গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে
হাসি আর নাহি ধরে মুখে!

বুক ফুলাইয়া চলে সবারে ডাকিয়া বলে,
"দেখ কাকা, দেখ চেয়ে মামা!
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা!"

মা শুনি' কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
কপালে করিয়া করাঘাত—
"হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ
কারো কাছে পাতি নাই হাত!

তুমি আমাদেরি ছেলে ভিক্ষা ল'য়ে অবহেলে
অহঙ্কার কর ধেয়ে ধেয়ে!
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তা'র
ভিক্ষা করা সাটিনের চেয়ে!

আয় বিধু আয় বুকে চুমো খাই চাঁদমুখে
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো!
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো!"

সুখ-দুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হ'ল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুসি, যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি,
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দ স্বরে
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে!

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায়রে দেশ!

আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মত,
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি ;—
একটি রাঙা লাঠি কিন্‌বে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ ,
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ !

মালক্ষ্মী

কার পানে, মা, চেয়ে আছ
মেলি দু'টি করুণ আঁখি !
কে ছিঁড়িছে ফুলের পাতা,
কে ধরেছে বনের পাখী !
কে কারে কি বলেছে গো,
কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা,
করুণায় যে ভ'রে' এল
দু'খানি তোর আঁখির পাতা !

খেল্‌তে খেল্‌তে মায়ের আমার
   আর বুঝি হ'ল না খেলা !
ফুলের গুচ্ছ কোলে পড়ে',
   কেন মা এ হেলাফেলা !
অনেক দুঃখ আছে হেথায়,
   এ জগৎ যে দুঃখে-ভরা,
তোমার দুটি আঁখির সুধায়
   জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা।
লক্ষ্মী আমার বল্‌ দেখি মা
   লুকিয়ে ছিলি কোন্‌ সাগরে !
সহসা আজ কাহার পুণ্যে
   উদয় হ'লি মোদের ঘরে !

সঙ্গে করে' নিয়ে এলি
   হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা।
হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি
   এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা,
থামো, থামো, ওর কাছেতে
   কয়োনা কেউ কঠোর কথা,
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে
   কেউ কারে দিয়ো না ব্যথা !
সইতে যদি না পারে ও
   কেঁদে যদি চলে' যায়—

এ ধরণীর পাষাণ প্রাণে
ফুলের মত ঝরে' যায়!
ওযে আমার শিশিরকণা,
ওযে আমার সাঁঝের তারা।
কবে এল, কবে যাবে,
এই ভয়েতে হইরে সারা!

স্নেহময়ী

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসি মুখখানি।
প্রভাতে ফুলের বনে দাঁড়ায়ে আপন মনে
মরি মরি, মুখে নাই বাণী।
প্রভাত কিরণগুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি
যেন শুভ্র কমলের দল,
আপন মহিমা ল'য়ে তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে
কে তুই করুণাময়ী বল্!
অমিয়-মাধুরী মাখি' চেয়ে আছে দুটি আঁখি
জগতের প্রাণ জুড়াইছে,
ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হ'তে স্নেহ কুড়াইছে!

কি যেন জান গো ভাষা কি যেন দিতেছ আশা
আঁখি দিয়ে পরাণ উথলে,
চারিদিকে ফুলগুলি কচি কচি বাহু তুলি'
কোলে নাও, কোলে নাও বলে।
কারে যেন কাছে ডাক, যেথা তুমি বসে' থাক
তা'র চারিদিকে থাক তুমি,
তোমার আপনা দিয়ে হাসিময়ী শান্তি দিয়ে,
পূর্ণ কর চরাচরভূমি !
ওই যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমারি মত তোর স্নেহে আছে রত,
জুঁই বেলা বকুল অশোক !
বড় সাধ যায় তোরে ফুল হ'য়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে,
নয়ন-কিরণে তোর ফুলিবে পরাণ মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।
পরশি তোমার কায়, মধুর প্রভাত বায়,
মধুময় কুসুমের বাস,
ওই দৃষ্টি-সুধা দাও, এই দিক্ পানে চাও
প্রাণে হোক্ প্রভাত বিকাশ!

ঘুম

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি

খেলাধূলো সব গেছে ভুলি' !

ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়,

ঘুম এনে দেয় আঁখি-পাতে,

শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে,

ঘুমিয়েছে খেলাতে খেলাতে।

এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ

পড়েছে রে ছায়ার মতন,

কালো কালো চুল তা'র বাতাসেতে বার বার

উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন।

সারারাত স্নেহ-সুখে তারাগুলি চায় মুখে

যেন তা'রা করি গলাগলি,

কত কি যে করে বলাবলি !

যেন তা'রা আঁচলেতে আঁধারে-আলোতে গেঁথে

হাসি-মাখা সুখের স্বপন

ধীরে ধীরে স্নেহভরে শিশুর প্রাণের পরে

একে একে করে বরিষণ !

কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে

ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,

ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি,
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম !
প্রভাতের আলো জাগি, যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখীতে গান গায় !

সাধ

অরুণময়ী তরুণী ঊষা
জাগায়ে দিল গান।
পূরব মেঘে কনক-মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগত ছেয়ে
বিকশি' উঠে প্রাণ !
আলোকে আজি করিরে স্নান,
ঘুমাই ফুল-বাসে,
পাখীর গান লাগেরে যেন
দেহের চারি পাশে !
হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মত উঠিতে চায়,

আপন সুখে ফুলের মত
    আকাশপানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে'
    চারিদিকে সে চাহিতে চায়;
তারার মাঝে হারিয়ে গিয়ে
    আপন মনে গাহিতে চায়!

মেঘের মত হারায়ে দিশা
    আকাশমাঝে ভাসিতে চায়,
কোথায় যাবে কিনারা নাই,
দিবস নিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জ্যোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখী,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ মাঝে মাথাটি থুয়ে
    আরামে যেন ভাসিয়া যায়;

হৃদয় মোর মেঘের মত
    আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়;
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
    উষার মত হাসিতে চায়;
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,

উষার হাসি ফুলের হাসি
কানন মাঝে ছড়ায়ে যায়!
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মত ফুটিতে চায়!

কাগজের নৌকা

ছুটি হ'লে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি।
লিখে রাখি তা'তে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম,
বড় বড় করে' মোটা অক্ষরে,
যতনে লাইন টানি।

যদি সে নৌকা আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি',
কার কাছ হ'তে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকাখানি।

আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুল ভরি'
বাড়ির বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকাল বেলায়,
শিশিরের জল করে ঝলমল্
প্রভাতের আলো পড়ি'।

সেই কুসুমের অতি ছোট বোঝা
কোন্ দিক্ পানে চলে' যায় সোজা,
বেলা শেষে যদি পার হয় নদী
ঠেকে কোনো খানে যেয়ে—
প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে।

আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি' তীরে।
ছোট ছোট ঢেউ উঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখী চলে' যায় ডাকি',

গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোট নৌকার মত,
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে ;
ঐ মেঘ আর, তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে ?

বেলা হ'লে শেষে বাড়ী থেকে এসে
নিয়ে যায় মোরে টানি'।
আমি ঘরে ফিরি থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন যেথা কাটে নিশি,
কোথা কোন্ গাঁয়, ভেসে চলে' যায়
আমার নৌকাখানি।
কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তা'রে কভু নাহি করে মানা,
ধরে' নাহি রাখে ফিরে নাহি ডাকে
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী, তারি পরে চড়ি'
মন যায় ভেসে ভেসে।

রাত হ'য়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে ;

চোখ বুজে ভাবি,—এমন আঁধার,
কালী দিয়ে ঢালা নদীর দু'ধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে!
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি'।
ঘুম ল'য়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি!

সূর্য্য ও ফুল

পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে।
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ-ছটা আমারো ত আছে।"

শীত

পাখী বলে, আমি চলিলাম,

ফুল বলে, আমি ফুটিব না ;

মলয় কহিয়া গেল শুধু

বনে বনে আমি ছুটিব না !

কিশলয় মাথাটি না তুলে

মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,

সায়াহ্ন ধূমল-ঘন বাস

টানি দিল মুখের উপরি।

পাখী কেন গেলগো চলিয়া ?

কেন ফুল কেন সে ফুটে না ?

চপল মলয় সমীরণ

বনে বনে কেন সে ছুটে না ?

শীতের হৃদয় গেছে চলে'

অসাড় হয়েছে তা'র মন,

ত্রিবলী-বলিত তা'র ভাল

কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।

জ্যোৎস্নার যৌবনভরা রূপ,

ফুলের যৌবন পরিমল,

মলয়ের বাল্যখেলা যত

পল্লবের বাল্য কোলাহল,

সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন বসে' থাকা
সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখী বলে, চলিলাম ;
ফুল বলে, আমি ফুটিব না ;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না।
আশা বলে, বসন্ত আসিবে ;
ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখী বলে, আমিও গাহিব,
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে,
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।
মনে তা'র শত আশা জাগে,
কি যে চায় আপনি না বুঝে,
প্রাণ তা'র দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।

ফুল ফুটে তারো মুখ ফুটে ;
পাখী গায় সে-ও গান গায় ;
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধরে' দুজনে খেলায়।
তাই শুনি' বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে, আমিও আসিব :
পাখী বলে, আমিও গাহিব ;
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

শীত তুমি হেথা কেন এলে ?
উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখী সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার-মরুময়,
সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একেলা বসি' বসি'
জ্ঞানীগো কাটায়ো তব দিন।

শীতের বিদায়

বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাসিটি
বাতাস ব'য়ে ওড়ে চুল ;
শীত চলে' যায়, মারে তা'র গায়
মোটা মোটা গোটা ফুল।
আঁচল ভরে' গেছে শত ফুলের মেলা,
গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা,
শীত বলে, "ভাই এ কেমন খেলা !
যাবার বেলা হল, আসি !"
বসন্ত হাসিয়ে বসন ধরে' টানে,
পাগল করে' দেয় কুহু কুহু গানে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের পরে হানে,
হাসির পরে হানে হাসি।
ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
ফুলের পাপ্‌ড়ি উড়ে করে যে বিকল,
কুসুমিত শাখা, বনপথ ঢাকা,
ফুলের পরে পড়ে ফুল !
দক্ষিণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শুভ্র কেশ,

কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
হ'য়ে যায় দিক্‌ভুল।

বসন্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
টল্‌মল্ করে রাঙা চরণ ছুটি,
গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটি ছুটি
বনে লুটোপুটি যায়।
নদী তালি দেয় শত হাত তুলি'
বলাবলি করে ডালপালাগুলি,
লতায় লতায় হেসে কোলাকুলি
অঙ্গুলি তুলি' চায়।

রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
আশে পাশে হাসে কত জাতি যুথী,
মুখে বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী
বনফুল-বধূগুলি।
কত পাখী ডাকে কত পাখী গায়,
কিচিমিচিকিচি কত উড়ে যায়,
এ-পাশে ও-পাশে মাথাটি হেলায়,
নাচে পুচ্ছখানি তুলি'।
শীত চলে' যায়, ফিরে ফিরে চায়,
মনে মনে ভাবে এ কেমন বিদায়।
হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুল্ল যায় হার মানে।

শুকনো পাতা তা'র সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্তরে বাতাস করে হায় হায়,
আপাদমস্তক ঢেকে কোয়াশায়
শীত গেল কোন্ খানে !

ফুলের ইতিহাস

বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তা'র,
প্রথম হেরিল চারিধার।

মধুকর গান গেয়ে বলে,
"মধু কই, মধু দাও দাও।"
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে, "এই লও লও!"
বায়ু আসি কহে কানে কানে,
"ফুলবালা, পরিমল দাও!"
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল
"যাহা আছে সব ল'য়ে যাও!"

তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তা'র,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।
মধুকর কাছে এসে বলে,
"মধু কই, মধু চাই, চাই!"
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে—"কিছু নাই, নাই!"
"ফুলবালা, পরিমল দাও!"
বায়ু আসি' কহিতেছে কাছে!
মলিন বদন ফিরাইয়া,
ফুল বলে, "আর কি বা আছে!"

শিশুর মৃত্যু

(অনুবাদ)

বেঁচেছিল, হেসে হেসে খেলা করে' বেড়াত সে,
হে প্রকৃতি, তা'রে নিয়ে কি হ'ল তোমার?
শত রঙ-করা পাখী তোর কাছে ছিল নাকি?
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার!
জননীর কোল হ'তে কেন তবে কেড়ে নিলি,
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি?

শত-তারা-পুষ্পময়ী মহতী প্রকৃতি অয়ি,
না হয় একটি শিশু নিলি চুরি করে'—
অসীম ঐশ্বর্য্য তব তাহে কি বাড়িল নব,
নূতন আনন্দ-কণা মিলিল কি ওরে ?
অথচ তোমারি মত বিশাল মায়ের হিয়া
সব শূন্য হ'য়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া !

আকুল আহ্বান

সন্ধ্যে হ'ল, গৃহ অন্ধকার,
মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না !
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না !
সময় হ'ল বেঁধে দেব' চুল,
পরিয়ে দেব' রাঙা কাপড়খানি ।
সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে—
কোথায় গেল, রাণী আমার রাণী !
রাত হ'ল, আঁধার করে' আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায় ।
আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
শূন্য শেজ শূন্যপানে চায় ।

কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা
　　নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে ?
শ্রান্ত দেহ ঢুলে পড়ে, তবু
　　মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে !

আঁধার রাতে চলে' গেলি তুই,
　　আঁধার রাতে চুপি চুপি আয় !
কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
　　তারা শুধু তারার পানে চায়।
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
　　কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা, ফিরে আয়,
　　এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া ?

ফুলের দিনে সে যে চলে' গেল,
　　ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে' গেল বন
　　একটি সে ত পর্‌তে পেল না।
ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে' যায়—
　　ফুল নিয়ে যে আর সকলে পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,

খেল্‌ত যারা তা'রা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত যারা তা'রা আজো হাসে,
তা'র তরে ত কেহই বসে' নেই
মা যে কেবল রয়েছে তা'র আশে !
হায় রে বিধি, সব কি ব্যর্থ হবে ?
ব্যর্থ হবে মায়ের ভালবাসা ?
কত জনের কত আশা পূরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণেরি আশা !

বিসর্জ্জন

(অনুবাদ)

যে তোরে বাসে রে ভালো, তা'রে ভালবেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস্‌ !
বিদায় ! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস্‌ ।
আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হ'তে অন্য পরিবারে ।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস্‌ তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস্‌ আমাদের কাছে ।

হেথা রাখিতেছি ধরে', সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরি হ'ল যা তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্ত্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস্ আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস্ সাথে নিয়ে ;
এক বিন্দু অশ্রু দিস্ আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস্ তাহাদের ঘরে !

পুরোনো বট

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা,
পুকুর ধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা,
কঠিন বাহু আঁকা বাঁকা,
স্তব্ধ যেন আছে আঁকা
শিরে আকাশপট।

নেবে নেবে গেছে জলে
শিকড়গুলো দলে দলে,
সাপের মত রসাতলে,
আলয় খুঁজে মরে।
শতেক শাখা-বাহু তুলি,
বায়ুর সাথে কোলাকুলি
আনন্দেতে দোলাদুলি
গভীর প্রেমভরে।
ঝড়ের তালে নড়ে মাথা,
কাঁপে লক্ষকোটী পাতা,
আপন মনে গায় সে গাথা,
দুলায় মহাকায়া।
তড়িৎ পাশে উঠে হেসে,
ঝড়ের মেঘ ঝটিৎ এসে,
দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে,
তলে গভীর ছায়া।

নিশি-দিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় ল'য়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে
ও গো প্রাচীন বট ?

কতই পাখী তোমার শাখে
বসে' যে চলে' গেছে,
ছোট ছেলেরে তাদেরি মত
ভুলে কি যেতে আছে ?
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধেছিল যে নীড়।
ডালেপালায় সাধগুলি তা'র
কত করেছে ভিড়।
মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিত বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক্ দু-নয়নে ?
তোমার তলে মধুর ছায়া
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচ্‌ত বসে'
শালিখ পাখী দুটি।

ভাঙা ঘাটে নাইত কা'রা
তুল্‌ত কা'রা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
করত টলমল।
জলের উপর রোদ পড়েছে
সোনামাখা মায়া,

ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস
দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোট ছেলে রইত চেয়ে
বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তা'র
কত খেলার সাধ।
বায়ুর মত খেল্‌ত যদি
তোমার চারিভিতে,
ছায়ার মত শুত যদি
তোমার ছায়াটিতে,
পাখীর মত উড়ে যেত
উড়ে আস্‌ত ফিরে,
হাঁসের মত ভেসে যেত
তোমার তীরে তীরে।

মনে হ'ত তোমার ছায়ে
কতই যে কি আছে,
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাক্‌ত গাছে।
মনে হ'ত তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর।

আমি যদি তাদের হতেম !
কেন হলেম পর ?
ছায়ার মত ছায়ায় তা'রা
থাকে পাতার পরে,
গুন্‌গুনিয়ে সবাই মিলে
কতই যে গান করে।
দূরে লাগে মূলতানে তান
পড়ে' আসে বেলা,
ঘাসে বসে' দেখে জলে
আলো ছায়ার খেলা।
সন্ধ্যে হ'লে খোপা বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় বসে'
খেলায় দুলি' দুলি'।

গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারিভিত,
চাঁদের আলোয় শুভ্র তনু—
ঝিমি ঝিমি গীত।
ওখানেতে পাঠশালা নেই
পণ্ডিত মশাই
বেত হাতে নাইক বসে'
মাধব গোঁসাই।

সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা,
পুকুরধারে আঁধার-করা
বটগাছের তলা।

আজকে কেন নাইক তা'রা ?
আছে আর সকলে,
তা'রা তাদের বাসা ভেঙে
কোথায় গেছে চলে' ?
ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল
ভেঙে দিল কে ?
ছায়া কেবল রৈল পড়ে',
কোথায় গেল সে ?
ডালে বসে' পাখীরা আজ
কোন্ প্রাণেতে ডাকে ?
রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে ?
গল্প কত ছিল যেন
তোমার খোপেখাপে,
পাখীর সঙ্গে মিলেমিশে
ছিল চুপেচাপে,

দুপুর বেলা নূপুর তাদের
বাজ্‌ত অনুক্ষণ,
ছোট দুটি ভাই ভগিনীর
আকুল হ'ত মন।
ছেলেবেলায় ছিল তা'রা,
কোথায় গেল শেষে?
গেছে বুঝি ঘুমপাড়ানি
মাসিপিসির দেশে!

স্নেহস্মৃতি

সেই চাঁপা, সেই বেলফুল,
কে তোরা আজি এ প্রাতে, এনে দিলি মোর হাতে?
জল আসে আঁখিপাতে, হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!
কত দিন, কত সুখ, কত হাসি, স্নেহমুখ,
কত কি পড়িল মনে প্রভাত বাতাসে,
স্নিগ্ধ প্রাণ সুধাভরা, শ্যামল সুন্দর ধরা,
তরুণ অরুণরেখা নির্ম্মল আকাশে।
সকলি জড়িত হ'য়ে অন্তরে যেতেছে ব'য়ে
ডুবে যায় অশ্রুজলে হৃদয়ের কূল,

মনে পড়ে তারি সাথে জীবনের কত প্রাতে
সেই চাঁপা সেই বেলফুল !

বড় বেসেছিনু ভালো এই শোভা এই আলো,
এ আকাশ, এ বাতাস এই ধরাতল ;
কত দিন বসি' তীরে শুনেছি নদীর নীরে
নিশীথের সমীরণে সঙ্গীত তরল ;
কতদিন পরিয়াছি সন্ধ্যাবেলা মালাগাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল ;
বড় ভালো লেগেছিল যেদিন এ হাতে দিল
সেই চাঁপা সেই বেলফুল !

কত শুনিয়াছি বাঁশি, কত দেখিয়াছি হাসি
কত উৎসবের দিনে কত যে কৌতুক ;
কত বরষার বেলা সঘন-আনন্দ মেলা,
কত গানে জাগিয়াছে সুনিবিড় সুখ ;
এ প্রাণ বীণার মত ঝঙ্কারি উঠেছে কত,
আসিয়াছে শুভক্ষণ কত অনুকূল,
মনে পড়ে তারি সাথে কত দিন কত প্রাতে
সেই চাঁপা সেই বেলফুল !

মঙ্গল-গীত

(১)

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা
দুলিতেছে আকাশ-সাগরে,—
দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা করে' ?
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি' হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল ফল,—
শত কোটী রবি তারা আমাদের ঘিরি'
গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল ?

নাই কি মা মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা ?
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা ?
হৃদয়েতে শুষ্ক কি, মা, উৎস করুণার
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন ?
জগৎ শুধু কি, মা গো, তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন ?

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোট ছোট কথা !
পরের হৃদয় ল'য়ে করে টানাটানি
শকুনির মত নির্ম্মমতা !
শুনো না করিছে কা'রা কথা কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে !

আছে মা তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন,
চারিদিকে মর্ত্ত্যের প্রবাস ।
আপনার ছায়া ফেলি' আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি,
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজ, ক্ষুদ্র শত ছলে,
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি ?

তুমি এস দূরে এস, পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি' ।
সযতনে ঝেড়ে ফেল বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি !

নিমেষের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র রেণুজাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি',
চেয়ে দেখ আকাশের পানে,
পড়ুক বিমল বিভা, পূর্ণরূপরাশি
স্বর্গমুখী কমল-নয়ানে!
আনন্দে ফুটিয়া ওঠ শুভ্র সূর্য্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মত,
দাঁড়াও সায়াহ্নমাঝে পবিত্র-হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত!

শোন শোন উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল!
বিশ্বচরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল?
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সঙ্গীত-কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল!

যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হ'তে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ !
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে ল'য়ে প্রেমের আলোক,
আর মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক !

জেনো মা এ সুখে দুঃখে আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরোনা কোরোনা অবিশ্বাস !
সুখ বলে' যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কি যে চাই জানি না আপনি,
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি !

কিছুই চাব না মাগো আপনার তরে,
পেয়েছি যা শুধিব সে ঋণ,
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয় ভিতরে,
ঢালিয়া তা' দিব নিশিদিন !

সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ,
নিশিদিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তি-নিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরচ্ছায়াময়!
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্য-জ্যোতি মুখে ল'য়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী সমান,
মহা সুখে সুখদুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখশান্তিদান!

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা;
মানবেরে জ্যোতি দাও, কর আশীর্ব্বাদ
অকলঙ্ক মূর্ত্তি মধুরিমা;
কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে
কিছুতে মা বলিতে না পারি,
স্নেহমুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্ব্বাদ কর মা গ্রহণ।

---

(২)

চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়;
কথায় কথায় বাড়ে কথা!
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা!
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,

নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দু'খানি নয়ন
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ,
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এস মা উষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার-আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে!

চারিদিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ-পরাণ!
শাণিত ছুরীর মত বিঁধাইয়া বাণী
হৃদয়ের রক্ত করে পান।
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল,
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,

শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া নিষ্ফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি' দুটি সকরুণ চোক,
পড়ুক দু-ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।
ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃত নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
দয়া হবে মানবের পরে।

সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর!
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্য্যে হোক্ মানব সুন্দর
প্রেমে তব বিশ্ব হোক্ আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

(৩)

আমার এ গান মাগো শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে ?
আমার প্রাণের কথা নিদ্রাহীন আকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মত যাবে কি মা ভেসে ?

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের পরে নাম ধরে' ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে চেয়ে থাকে তোর মুখে
চির আশীর্ব্বাদ সম কাছে কাছে থাকে!

বিজনে সঙ্গীর মত করে যেন বাস!
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ!
পড়িয়া সংসার-ঘোরে কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ করে' নেয় যেন দুখের নিশ্বাস?

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্ব্বল পরাণে,
এ গান আপন সুরে মন তোর রাখে পূরে
ইষ্টমন্ত্রসম সদা বাজে তোর কানে!

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয় তোমার ভূষণ।

পৃথিবীর ধূলিজাল করে' দেয় অন্তরাল
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন!

আমার এ গান যেন নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হ'য়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মত তোরে নিয়ে যায় চুরি করে'
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা!

এ গান যেনরে হয় তোর ধ্রুবতারা,
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা!
তোমার মুখের পরে জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়নে মেলি' দেখায় কিনারা!

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরাণে!
তপ্ত শোণিতের মত বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে!

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে!
আঁখিতারা হ'য়ে তোর আঁখিতে বিরাজে!
এ যেনরে করে দান সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে!

যদি যাই মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হায় সব গান হ'য়ে যাবে অবসান
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি!

আশীর্ব্বাদ

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

ছোট ছোট হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি' কৌতুকেতে দুলি' দুলি'
চেয়ে চেয়ে দেখে চারিধারে।
সোনার রবির আলো কত তা'র লাগে ভালো
ভালো লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি, ধূলিরে জানে না ধূলি'
সবই তা'র আপনার ধন।

কোলে তুলে' লও এরে এ যেন কেঁদে না ফেরে
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ ।

নূতন প্রবাসে এসে সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে ।
এত শত লোক আছে এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে ।
যেথা তুমি ল'য়ে যাবে কথাটি না ক'য়ে যাবে'
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি—দেখো দেখো এ বিশ্বাস রেখো রেখো
পাথারে দিয়ো না বিসর্জ্জন !

ক্ষুদ্র এ মাথার পর রাখ গো করুণ-কর
ইহারে কোরো না অবহেলা !
এ ঘোর সংসার মাঝে এসেছে কঠিন কাজে
আসেনি করিতে শুধু খেলা !
দেখে' মুখশতদল চোখে মোর আসে জল
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে, সুকুমার প্রাণ ছিঁড়ে হয় খান-খান
জীবনের পারাবারে যুঝি ।

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি'
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ !
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ।
বল, "সুখে যাও চলে' ভবের তরঙ্গ দলে',
স্বর্গ হ'তে আসুক বাতাস,—
সুখদুঃখ কোরো হেলা সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।"

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অমন করে' আছিস্ কেন মাগো ৩৩
অরুণময়ী তরুণী উষা ১২৫
আমার খোকা করেগো যদি মনে ১৪
আমার খোকার কত যে দোষ ১৩
আমার যেতে ইচ্ছে করে ৪৬
আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে ত ... ৪৪
আমি আজ কানাই মাষ্টার ২৯
আমি যখন পাঠশালাতে যাই ২৮
আমি যদি দুষ্টুমি করে' ৬৫
আমি শুধু বলেছিলেম ৫৯
আশ্বিনের মাঝামাঝি ১১৫
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ ১৫৯
একটি মেয়ে আছে জানি ১০৩
এখনো ত বড় হইনি আমি ৩৫
এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা ১৪৯
এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে ১১৪
ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে ৫০
ওরে তোরা কি জানিস্ কেউ ৭০
ওহে নবীন অতিথি ৯৭
কার পানে মা, চেয়ে আছ ১২০
কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া ৯

খুকী তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা ৩১
খেলাধূলো সব রহিল পড়িয়া ১১২
খোকা থাকে জগৎমায়ের ২১
খোকা মাকে শুধায় ডেকে ১
খোকার চোখে যে ঘুম আসে ৬
খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে ১৯
ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি ১২৪
ছুটি হ'লে রোজ ভাসাই জলে ১২৭
জগৎ-পারাবারের তীরে ... ...
তবে আমি যাই গো তবে যাই ৬৮
তোমার কটিতটের ধটি ৩
দিনের আলো নিবে এল ৮৪
নাম রেখেছি বাব্‌লা রাণী ১০০
পরিপূর্ণ মহিমায় আগ্নেয় কুসুম ১৩০
পাখী বলে, আমি চলিলাম ১৩১
মধু মাঝির ঐ যে নৌকোখানা ৪৯
মনে কর তুমি থাক্‌বে ঘরে ৬৭
মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে ৪১
মাগো আমায় ছুটি দিতে বল ২৫
মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে ৬৩
যদি খোকা না হ'য়ে ২৬
যে তোরে বাসে রে ভালো, তা'রে ভালবেসে বাছা ... ১৪০
যেম্‌নি মাগো গুরুগুরু ৬১
রঙীন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে ১৮
রজনী একাদশী ৯৭

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা ১৪১
বসেছে আজ রথের তলায় ১১৯
বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল ১৩৬
বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাসিটি ১৩৪
বাগানে ঐ দুটো গাছে ১০৭
বাছারে তোর চক্ষে কেন জল ১১
বাছারে মোর বাছা ১৬
বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে ৩৯
বাবা যদি রামের মত ৫৪
বেঁচেছিল, হেসে হেসে খেলা করে' বেড়াত সে ... ১৩৭
সন্ধ্যে হ'ল, গৃহ অন্ধকার, ... ১৩৮
সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী ৯৩
সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে ৮৮
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল ১৪৭
স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই ১০৯
হাসিতে ভরিয়া গেছে হাসিমুখখানি ১১২